

রামের সুমতি

নাটক

রঙমহলে অভিনীত

প্রথম অভিনয় ৮ই আষাঢ়, ১৩৫১ (রথযাত্রা)
বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৭টা ইং ২২শে জুন, ১৯৪৪

অপরাজেয় কথাশিল্পী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
সর্ব্বজনপরিচিত গল্প হইতে

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা আট আনা

পূজনীয়

ডাঃ শ্রীযুক্ত অমৃতময় মল্লিক এম্‌-বি

ও

শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ গুপ্ত

শ্রীচরণেষু—

তোমরা দু'জন নাটুকে লোক। তাই, অপরাজেয় কথাশিল্পীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের নাট্যরূপ, আমি সসম্মানে তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। ইতি—

স্নেহমুগ্ধ

দেবনারায়ণ

পরিচয়

—পুরুষ—

শ্যামলাল	...	গ্রাম্য জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারী (মধ্যবিত্ত গৃহস্থ)
রামলাল	...	শ্যামলালের বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা
গোবিন্দ	...	শ্যামলালের পুত্র
ভোলা	...	ঐ ভৃত্য
ডাক্তার নীলমণি হালদার	...	গ্রাম্য ডাক্তার

যদুমোড়ল, ভুতোবাগ্দী, ভজহরি, রাখহরি, হরিহর, কালু সাঁতরা, পরাণের ছেলে, সুবল, বৈরাগী, জনৈক কৃষক ও গ্রামবাসীগণ।

—স্ত্রী—

নারায়ণী	...	...	শ্যামলালের স্ত্রী
দিগম্বরী	...	...	নারায়ণীর মাতা
সুরধুনী	...	...	ঐ ভগ্নী
নেত্যকালী	...	..	ঐ দাসী

রামের সুমতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্যামলালের বাড়ী। দুই পাশে দুইখানি পাকা ইঁটের ঘর। ঘরের সামনে অপ্রশস্ত বারাণ্ডা। বারাণ্ডার উপর খড়ের ছাউনী। দুইটা ঘরের মাঝখানে প্রশস্ত উঠান। উঠানের এক পাশে তুলসীমঞ্চ। ঘরের পিছনে ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়ীর সীমানা নির্দ্দেশ করা আছে। বেড়ার পাশ দিয়া পল্লী-পথ চলিয়া গিয়াছে। পথের অপর পারে বনাকীর্ণ পল্লী। তখন সবে-মাত্র ভোর হইয়াছে। পাখীর কলরবে পল্লী মুখরিত। নেত্য-ঝি উঠানে ছড়া-গোবর দিয়া গেল। পল্লী-পথ দিয়া জনৈক বৈরাগী প্রভাতী-সঙ্গীত গাহিয়া চলিয়া গেল।

বৈরাগীর গান

রাই জাগ, রাই জাগ, শুকসারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে ডাকি অরুণের ঢাক॥
শুক বলে শুন সারী আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরমকর সাখী॥
বিত্তাপতি কহে চাদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ কিরণ হবে ফিরে ঘরে যাই॥

গীতান্তে বৈরাগীর প্রস্থান

ঘরের মধ্য হইতে রামলাল প্রবেশ করিল। তাহার এক হাতে অর্দ্ধ সমাপ্ত একটা পাখীর খাঁচা। অপর হস্তে কতকগুলি কাঠি, দড়ি, কঞ্চি ও দা। উঠানের এক পাশে হাতের জিনিষগুলি নামাইয়া ডাকিল—

রাম। গোবিন্দ—খাঁচা ধরবি আয়—

গোবিন্দ প্রবেশ করিয়া রামলালের নিকট উপবেশন করিল ও খাঁচা বোণায় সাহায্য করিতে লাগিল

ভোলা, ভোলা কোথায় গেলি রে?

ভোলার প্রবেশ ও রামলালের নিকট উপবেশন

ভোলা। এ খাঁচায় কি পুষ্‌বে দা-ঠাকুর?

রাম। তার কি আর কিছু ঠিক আছে রে? খাঁচাটা তৈরী করে রাখলাম। কাক চিল বাদে যা পাবো তাই ধরে পুষ্‌বো। পাখী-টাখী ওসব পুষতে আমার ভাল লাগে না, বুঝলি ভোলা? শুধু এই গোবিন্দটার জন্তে। ক'দিন ধরে যা পেছনে লেগেছে, তাই এই খাঁচাটা তৈরী করে রাখলাম। (গোবিন্দর প্রতি) কি গোবিন্দ, কি পাখী পুষবি?

গোবিন্দ। খুব বড়! এত বড়।

হাতে দেখাইয়া পাখীর পরিমাপ করিতে প্রয়াস পাইল

রাম। অত বড়! তবে তুই একটা শকুন পুষিষ্‌।

গোবিন্দ। ধ্যেৎ! শকুন বুঝি আবার পোষে?

রাম। দেখছিস্‌ তো ভোলা, দেখছিস তো, গোবিন্দর কি রকম বুদ্ধি! শকুন যে পুষতে নেই, তা ও জানে।

ভোলা। জানবে না দা-ঠাকুর! জানবে না? আপনারই তো ভাইপো—

রাম। বড় হলে, ওর ভারি বুদ্ধি হবে রে ভোলা—ভারি বুদ্ধি হবে।

গোবিন্দ। আচ্ছা কাকা! এই খাঁচার মধ্যে আমাদের কার্ত্তিক-গণেশকে রাখা যায় না?

রাম। দূর গাধা! জল থেকে তুলে খাঁচায় রাখলে কার্ত্তিক-গণেশ কখনও বাঁচে? মরে যাবে যে!

ভোলা। ওঃ! সেদিন তোমার বড় পুকুরে দেখ্‌লাম, কার্ত্তিক-গণেশ তোমার কি ওসারই হয়েছে দা-ঠাকুর।

রাম। হবে না? ও দুটো মাছ খায় কত জানিস? তুই বল্লে বিশ্বাস করবি না ভোলা—ঠিক এক কাঠা চালের মুড়ি ঐ দুটো মাছে খায়।

ভোলা। তা আর খাবে না দা-ঠাকুর। ঐ দুটো মাছের মুণ্ড দেখলি ভয় নাগে। যেমন তোমার কার্ত্তিক, তেমন তোমার গণেশ। এ বলে আমায় দেখ্—ও বলে আমায় দেখ্।

রাম। তাই তো বৌদি ঠাট্টা করে বলে, আমি ম'লে ঐ দুটো দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করাস্।

ভোলা। তা মাঠান্ যা বলেছেন। ঐ দুটো মাছ দিয়েই একটা বড় যজ্জি করা যায়।

রাম। কি বল্লি? কি বল্লি? যজ্জি করা যায়!

ভোলা। আজ্ঞে হ্যাঁ দা-ঠাকুর। তোমার ঐ কার্ত্তিক আর গণেশ ঐ দুটো মাছ দিয়েই একটা বড় যজ্জি করা যায়।

রাম। (রাগিয়া) হুঁ, যজ্জি করা যায়। বড্ড লোভ হয়েছে না? যজ্জি করবার যেন ওদের রোজ দু'বেলা মুড়ি খাওয়াচ্ছি? আমাদের ভোলানাথ কার্ত্তিক-গণেশের মুড়ো খাবেন বলে? ফের্ যদি কোনদিন তোর মুখে ওকথা শুনতে পাই তো দেখতে পাবি।

ভোলা। গড় করি দা-ঠাকুর, রাগ কর কেন? ও একটা কথার কথা বলছিলাম।

রাম। হুঁ, কথার কথা? তাই বা বলবি কেন রে?

ভোলা প্রস্থানোদ্যত

এই ভোলা? শোন শোন—

ভোলা। কি বলবা বল ?

রাম। তুই এখন মাঠে যাবি তো ?

ভোলা। হ্যাঁ দা-ঠাকুর।

রাম। দেখ্, আসবার সময় পশ্চিম পাড়ার বাগান থেকে দুটো পেয়ারা আনিস্ তো ? বৌদি খাবে।

ভোলা। আনবো দা-ঠাকুর—

রাম। আচ্ছা যা, আর গ্যাখ্ ও-বেলা একটু সকাল সকাল আসিস্।

ভোলা। আসব দা-ঠাকুর—

ভোলার প্রস্থান। অপর দিক দিয়া শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। ওসব কি আমার মাথা মুণ্ডু হচ্ছে ?

রাম। মাথা মুণ্ডু নয়—মাথা মুণ্ডু নয়। গোবিন্দর জন্যে একটা খাঁচা তৈরী করছি।

শ্যাম। এ্যাঁ! ভারি কর্ম্ম করছো ? এদিকে যে বাড়ীতে একটা লোক ক'দিন ধরে মরতে বসেছে—সে খেয়াল আছে কি ?

রাম। মরতে বসেছে কে ? তুমি ? কি হয়েছে তোমার ?

শ্যাম। আমি ম'লে গিলবে কি ? চোখ নেই—দেখ্তে পাওনা ?

শ্যামলালের কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই নারায়ণী বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। রামলাল তাহা লক্ষ্য করে নাই। সহসা নারায়ণীকে দেখিয়া—

রাম। ও, তাই বল ? (নারায়ণীর নিকট ছুটীয়া গিয়া কপালে হাত দিয়া জ্বর দেখিল) উঃ, তাই তো ভয়ানক জ্বর! অরে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে যে! চল বৌদি চল—ঘরে গিয়ে শোবে চল।

শ্যাম। থাক, ঢের হয়েছে। তুমি যা করছো তাই কর। আর যা করলে পেট ভরবে তাই কর।

রাম। তা রাগ করছো কেন ? কি করবো বল ?

শ্যাম। এতবড় ধাড়ী ছেলে তোমায় বলে দিতে হবে তুমি কি করবে।

আমি গায়ের রক্ত জল করে জমিদার-সরকারে কলম পিষে তোমায় রোজগার করে এনে খাওয়াব—আর তুমি গণ্ডে পিণ্ডে গিল্‌বে আর গুণ্ডামী করে বেড়াবে? বাড়ীতে যে একটা রোগী আজ ক'দিন ধরে ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে—তার সেবা যত্ন করা তো দূরের কথা—কেমন আছে এ কথাটাও একবার জিজ্ঞাসা কর‍্তে পার না?

রাম। না করিনি বৈকি? তুমি বৌদিকে জিজ্ঞেস করে দেখ না। হ্যাঁ বৌদি! তোমায় আমি জিজ্ঞেস করিনি তুমি পেয়ারা খাবে কিনা?

রামলালের সরল প্রশ্নে নারায়ণী একটু হাসিলেন। এমন সময় নেত্য প্রবেশ করিল

নেত্য। ডাক্তারবাবু এলোনা বাবাঠাকুর?

শ্যাম। এলোনা? কেন?

নেত্য। তাঁকে আজ ভিন্‌গাঁয়ে যেতে হবে। সেখানে নাকি চার টাকা ভিজিট্‌—তাই আস্‌তে পারবেন না।

শ্যাম। আমিও না হয় চার টাকাই দোবো। টাকা আগে, না প্রাণ আগে? যা—তুই চামারটাকে ডেকে আন্‌গে।

নারায়ণী। ওগো, কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছো? ডাক্তার না হয় কালই আসবে। একদিনে আর কি ক্ষতি হবে?

রাম। না—না—তুই থাক্‌ নেত্য—আমিই যাচ্ছি—

গোবিন্দ। খাঁচা বুনবেনা কাকা?

রাম। বুনবো—বুনবো—দাঁড়া আগে ডাক্তারটাকে ডেকে নিয়ে আসি।

খাঁচা প্রস্তুতের জন্ত যে দা রামলালের হাতে ছিল তাহা লইয়াই সে বেগে প্রস্থান করিল

নারায়ণী। ওগো রামকে মানা কর। রাম, ও রাম আমার মাথা খাস্‌ যাস্‌নে; ছিঃ দাদা, লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। নেত্য দেখ্‌, দেখ্‌, ভোলাকে একবার পাঠিয়ে দে, তাকে ফিরিয়ে আনুক।

নেত্যর প্রস্থান

মাঃ—আর পারিনে—মরণটা হলেও বাঁচি।

শ্যাম। রামের জন্যে অত ভাবতে হবে না। এখুনি আসবে'খন।

নারায়ণী। তুমি তো বল্লে ভাবতে হবে না। কিন্তু একটা কাণ্ড বাধালে তখন কাছারী ঘর করতে হবে তো ?

শ্যাম। তা তুমি আবার বাইরে উঠে এলে কেন ? ঘরে গিয়ে শোও গে যাও।

নারায়ণী। শোব কি গো ! যাহোক তোমাকে দুটো বেড়ে দিই।

শ্যাম। তা সে তো আমিও নিতে পারতুম। তার জন্যে উঠে আসার দরকার কি ছিল ?

নারায়ণী। তা কি হয় ? এখনো যখন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছি।

শ্যাম। হ্যাঁ ভালকথা। আমি তোমার মাকে আসতে খবর দিয়েছি গো।

নারায়ণী। হ্যাঁ, খবর দিয়েছো !

শ্যাম। হ্যাঁ। তাঁদের ওখানে দেখবার শোনবার কেউ নেই, আর এখানে এলেও তোমার তো কষ্টের খানিকটা লাঘব হবে।

নারায়ণী। তাতো হবে—কিন্তু আমি ভাবছি, মা যে রকম মুখরা শেষে রামের সঙ্গে যদি অবনিবনা হয় ?

শ্যাম। তিনি বুড়ো মানুষ—সংসারে থাকবেন—পূজো আর্চ্চা করবেন। তার সঙ্গে রেমোর অবনিবনার কি আছে ?

নারায়ণী। রাম তো আমাদের অবুঝ, আর মাও একটু অসহ্য মানুষ তাই—

শ্যাম। তাই বলে, তিনি বিধবা মানুষ, তুমি থাকতে একটা আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে বিদেশে কষ্টভোগ করতেন, সেটাই কি ভাল হতো ? লোকে বলতো কি ? না—না ও ঠিক আছে। দু'দিন থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। রেমোটা গোঁয়ার বটে, কিন্তু ওর অন্তরটা খুব ভাল। ওর জন্যে ভেবনা—চল—চল—

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীলমণি ডাক্তারের ডাক্তারখানা। ডাক্তারখানার সম্মুখে অপ্রশস্ত পল্লী-পথ। ডাক্তার-খানার ঘরের মধ্যে একটি অর্দ্ধভগ্ন টেবিল ও চেয়ার। পশ্চাতে ততোধিক ভগ্ন একটা আলমারীতে কয়েকটা শিশি বোতলে ঔষধ সাজান। তখন বেলা সাড়ে আট ঘটিকা বাজিয়া গিয়াছে। নীলমণি ডাক্তার ডাক্তারখানায় নাই। রোগী দেখিতে গিয়াছেন। কয়েকজন রোগী তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। এক পাশে ছোট একটা বেঞ্চিতে যদুমোড়ল ও ভজহরি মুদি বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। অদূরে রাখহরি মাটীতে বসিয়া আছে। তাহার চোখে-মুখে গভীর উদ্বেগের ছায়া।

রাখ। ডাক্তার যে আজকাল কি ছাই ঔষুধ দিচ্ছে তার ঠিক নেই। ছোঁড়াটার ক'দিনের মধ্যে জ্বর নরম পড়লো না।

ভজহরি। আরে শুধু ঔষুধেই যদি জ্বর সারতো তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। সেই সঙ্গে বিশ্বেসও থাকা চাই, বুঝলি ?

যদু। বিশ্বেস আর অবিশ্বেস। গাঁয়ে যখন উনি ছাড়া ডাক্তার নেই। তখন মরি আর বাঁচি ওঁর দোর ধরে পড়ে থাকতেই হবে।

ভজহরি। সেবার সেই পশ্চিমপাড়ার অঘোর মালোর মেয়ের অসুখের সময় ও-পাড়ার কতজনা বল্লে—ছিনাতপুরের অনুকূল ডাক্তারকে নিয়ে আসবার জন্যি। অঘোরকে তার বেয়াই কত পেড়াপীড়ি করতে নাগলো। কিন্তু শেষে আমার কথা শুনে, অঘোর আর অনুকূল ডাক্তারকে ডাকিনি। আমাদের ধলা গাইটার পশ্চিমে বা—সেবার আমাদের এই ডাক্তারবাবুই ভাল করে দিয়েলো কিনা—

যদু। ধলা গাই—গরু !

ভজহরি। হ্যাঁ হ্যাঁ ; সে কথা তো আর আমি ভুলিনি। তক্ষুনি গাইডারে অঘোরের উঠোনে টেনে নিয়ে গেলাম। সম্মাই দেখে তো অবাক্ ! একবাক্যে সম্মাইয়ে বলতে হয়েলো—হ্যাঁ ডাক্তার বটে !

রাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে গল্প ও-পাড়ার নোকেরা আজও করে বটে।

ভজহরি। করবেনা? মানুষ তো মানুষ। গরু, ভেড়া, ছাগল সেরে যাচ্ছে আমাদের এই ডাক্তারবাবুর ওষধে।

যদু। ও-পাড়ার নোকেরা আবার একথাও বলে, অঘোরের মেয়েটা এই নীলমণি ডাক্তারের চিকিচ্ছের দোষেই মরেলো।

ভজহরি। জ্বরের ওপর পান্তা, বেগুন পোড়া, মুড়ি, এসব খেলে মরবেনা?

যদু। তুই চুপ মার্ ভজা, চুপ মার্। তোর খোসামুদী কথা আর ভাল লাগে না। ডাক্তার বোধ হয় তোর দোকানের খদ্দের! আর তোরও বোধ হয় ডাক্তারকে বিচুটী দিতে হয় না?

ভজহরি। বিচুটী—দিই কি না দিই, তুই শুধিয়ে দেখিস্ ছোটনোক কোথাকার।

যদু। মুখ সামলে কথা বলবি ভজা। পাঁচখানা গাঁয়ের নোক আমারে মান্তি করে চলে, মুখে নাগাম দিয়ে কথা কইবি।

ব্যস্ত-সমস্তভাবে নীলমণি ডাক্তারের প্রবেশ। ডাক্তারখানায় গোলমাল করিতে দেখিয়া ভজহরি ও যদু মোড়লকে সজোরে তাড়া দিয়া কহিলেন—

নীলমণি। আছা! বলি ডাক্তারখানায় সকালবেলায় এ সব আরম্ভ করলি কি তোরা?

ভজহরি। দেখনা, তোমার ঘরে বসে আবার তোমারই নিন্দে করছে।

নীলমণি। নিন্দে করছে? তা কি হলো? আমার নিন্দে তো সবাই করে। তোরা করিস না? নিন্দে কর আর যাই কর, আসতে তো আমার কাছেই হবে। গাঁয়ে তো আর ডাক্তার নেই। (জনৈক রোগীর প্রতি) এই যে পরাণের ছেলে এদিকে আয়। দেখি—(পরাণের ছেলেকে পরীক্ষা করিয়া) ঐ যে ওষুধ দিয়েছি, ঐ ওষুধই খাবি।

পঃ ছেলে। কি খাব ডাক্তারবাবু?

নীলমণি। খাবি আবার কি? এখনও জ্বর রয়েছে। এই দুটো শুকনো মুড়িটুড়ি না হয় খাস্। (পরাণের ছেলে প্রস্থানোদ্যত) আর শোন—

তোর বাবাকে বল্‌বি টাকাকড়ি অনেক বাকী পড়েছে। সেগুলো পাঠিয়ে দিতে।

পঃ ছেলে। বলব।

প্রস্থান

নীলমণি। (অপর রোগীর প্রতি) তোর কি?

সুবল। আজ্ঞে, ঐ যে সেদিন আমার সেই মেয়েকে দেখেছিলেন—

নীলমণি। হ্যাঁ হ্যাঁ—কি যেন তোর নাম?

সুবল। আজ্ঞে সুবল।

নীলমণি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সুবল। তা তোর মেয়ে কেমন আছে?

সুবল। সেই একই ভাব।

নীলমণি। কিছুই কমেনি? জ্বর, কাশী, গা হাত পায়ের জ্বালা, সবই এক রকম আছে?

সুবল। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আপনি একবার গিয়ে—

নীলমণি। তা এ বেলায় তো আর হবে না ও বেলায় যাব। ঔষুধ আছে?

সুবল। আছে।

নীলমণি। তা ঐটেই আপাততঃ খাইয়ে দিগে যা।

সুবল। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

নীলমণি। (অপর একজনের প্রতি) তোর কি?

ক্যাবলা। আজ্ঞে, আমাদের বাড়ী একবার যেতি হবে।

নীলমণি। তোদের কোন্ বাড়ীটা?

ক্যাবলা। আজ্ঞে পশ্চিমপাড়ায় বিনোদ বাগ্দীর বাড়ী।

নীলমণি। ও! তুই বিনোদের ছেলে? তুই ছোঁড়া ঐ রামঠাকুরের দলে থাকিস্ না?

ভজহরি। আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, ও রামঠাকুরের দলের পাণ্ডা।

নীলমণি। হুঁ, তা বাড়ী গিয়ে দেখা চার টাকা লাগবে। চার টাকা—টাকা এনেছিস্?

ক্যাবলা। না। গিয়ে দেখ্‌লিই দিয়ে দোব।

নীলমণি। গিয়ে দেখার পর যে বল্‌বি এই দু'টাকা দিলাম, আর বাকী থাকলো—ওসব হবে না। অন্ততঃ দুটো টাকা আগাম দিয়ে যেতে হবে।

রাখহরি। আমাকে একটু সকাল-সকাল ছেড়ে দিন্ বাবু—

নীলমণি। দিই—দিই—বুঝলি? তাহলে তোর বাপকে গিয়ে ঐ কথাই বলগে যা।

ক্যাবলার প্রস্থান

নীলমণি। হ্যাঁ, তারপর কাল তোর ছেলে কেমন ছিলরে রাখহরি?

রাখহরি। কাল চোপর রাত চোখের পাতা বোঁজেনি বাবু। যেমন জ্বর, তেমনি বমি, তেমনি গায়ের জ্বালা। একটু ভাল ঔষুধ দিন বাবু।

নীলমণি। ওষুধ কি আর ভাল দিচ্ছিনারে? কিন্তু ভোগ যে কদিন সে কদিন ভুগতেই হবে; তোরা মনে করিস্ তোরা গরীব মানুষ বলে হয়তো কমা ওষুধ দিই। কিন্তু এই নীমমণি ডাক্তারের কাছে ও গরীব বড় লোক নেই। বুঝলি?

রাখ। আজ্ঞে হাঁা, তাতো জানি। তবে কিনা ডাক্তারবাবু ছোঁড়াটা ক'দিন ধরে বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্ করছে। মাঠের ধানগুলো মাঠেই পড়ে রইল—ঘরে আনবার সময় বড়ই ক্ষতি হচ্ছে; তাই—

নীলমণি। সেকি আর আমি বুঝতে পারছি না রাখহরি? কিন্তু কি করি বল্? এ তো আর তন্তর মন্তরের কাজ নয়, যে ঝাঁড়ফুক্ করে দেবো—আর সেরে যাবে। এ হল সময় সাপেক্ষ রোগ।

রাখ। তা যাই হোক্—একবার গিয়ে দেখে যা ভাল হয় তাই করুন ডাক্তারবাবু।

নীলমণি। গিয়ে দেখা? ও বাবা! সেকি তুই পেরে উঠ্‌বিরে রাখহরি? আজকাল গাঁয়ের বাইরে গেলেই চার টাকা ভিজিট। সে কি তুই দিতে পারবি?

রাখ। একটু কমজম করে নেবেন বাবু।

নীলমণি। এমন সময় ছিল রাখহরি যে পয়সার জন্তে কাউকে বলিনি। দরকার হয়েছে একবারের জায়গায় দশবার গিয়েছি, রোগী দেখেছি। যে ইচ্ছে করে দিয়েছে—নিয়েছি। যে দেয়নি—তার কাছে চাইওনি। কিন্তু এখন আর সে দিনকাল নেই। নইলে তুই কমজম কি বলছিস্ রাখহরি—ও টাকার কথা আমি মুখেই আনতাম না। তুই ইচ্ছে করে দিতিস্—নিতাম। না দিতিস্ চাইতামও না।

নীলমণি ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই রামলাল ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার এক হাতে দা। কেমরের কাপড় বেশ শক্ত করিয়া বাঁধা। নীলমণি ডাক্তার রামলালের আগমন লক্ষ্য করেন নাই। নীলমণি ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রামলাল বলিল—

রাম। না চাইতে না! মুখে মিষ্টি কথার বহর কত! দেশ শুদ্ধ লোকের কাছে পাক দিয়ে টাকা আদায় করছেন, আর মুখে বলছেন—টাকা চাইতাম না—নিতাম না। একটা আস্ত চামার!

নীলমণি। কি যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা! মুখ সামলে কথা কইবি—

রাম। তা কইব। কিন্তু তার আগে জানতে চাই, বৌদির অসুখ সারেনা কেন?

নীলমণি। তা আমি কি করব? ওষুধ তো দিচ্ছি।

রাম। ছাই দিচ্ছ। পঁচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভাল হয়?

নীলমণি। পঁচা ময়দার গুঁড়ো? তবে নিতে আসিস্ কেনরে? তোর দাদা পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায় কেনরে?

রাম। পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায়? তুমি ছোটলোক, বামুনের মান-

মর্য্যাদা জাননা তাই অত বড় কথাটা বলে ফেল্লে? এদিকে ডাক্তার নেই—তাই ডাকতে পাঠায়, থাকলে পাঠাতো না। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদি মাথার দিব্যি দিয়েছে তাই, নইলে তোমার দাঁতগুলো ভেঙে দিয়ে ঘরে ফিরতাম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখুনি এসো, দেরী করোনা। আজ যদি বৌদির জ্বর না ছাড়ে—তাহলে সামনে ঐ যে কলমের আমবাগান করেছ—এখনও বেশী বড় হয়নি, এই দায়ের এক এক ঘায়েই কাত্ হবে। ওর একটীও আজ রাতে আর থাকবে না। আর কাল এসে ঐ শিশিবোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাব—মনে রেখো।—

বেগে প্রস্থান

যদু। ডাক্তারবাবু, আর দেরী করো না। ভাল ওষুধ যা লুকোনো-টুকনো আছে তাই নিয়ে যাও। ও রাম ঠাকুর! ওর যে কথা, সেই কাজ। যা বলে গেছে—তাই করে তবে ছাড়বে।

নীলমণি। আমি ওকে পুলিশে দেবো। আমি থানায় দারোগার কাছে যাবো। তোমরা সব সাক্ষী।

রাখ। ডাক্তারবাবু—

নীলমণি। আচ্ছা—আচ্ছা—তুই এখন যা—আমি বিকেলে যাব।

রাখহরির প্রস্থান

যদু। সাক্ষী? সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার তো কুইনেন খেয়ে খেয়ে সদাসর্ব্বদা কান ভোঁ—ভোঁ কয়তেছে। রামঠাকুর যে কি কয়ে গেল তা বুঝতে পারলাম, কিন্তু শুনতে পেলাম না। আর দারোগা কি করবে বাবু? ও দেবতাটা দেখতে পাগলা-ছাগলা বটে কিন্তু ওনার বাগ্দী ছোঁড়ার দলটী বড় কম নয়। শেষে যদি ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে।

নীলমণি। কি? পুড়িয়ে মারবে? আমি এখুনি দারোগার কাছে যাব।

যদু। দারোগা দেখ্‌তিও আস্‌বে না। আর তোমায় এক আঁটী খড় দিয়েও উপকার কর্‌বে না? কি বল ভজহরি?

ভজহরি। হ্যাঁ—তাতো বটেই।

যদু। ও সব আমরা পারবো না। রাম ঠাকুরকে সব্বাই ডরায়। তার চেয়ে যা বলে গেছে—তাই করগে। যাক্—একবার আমার হাতটা দেখ্‌দেখি আজ দুখানা রুটীটুটী খাব কিনা।

হাত বাড়াইল

নীলমণি। এ্যাঁ—সাক্ষী দেবার বেলায় নেই—আর হাত দেখাবার বেলায় আছ? দূর হ এখান থেকে—দূর হ—। আমি কারুর হাত দেখতে পারবো না। মরে গেলেও কাউকে ঔষুধ দেবো না। দেখি, তোদের কি গতি হয়?

ঔষধের ব্যাগ ও ছাতা লইয়া নীলমণি ডাক্তারের বেগে প্রস্থান

যদু। আমাদের গতি পরে কোরো। আপাততঃ রামঠাকুরের বৌদিকে একশিশি ভাল ওষুধ দিয়ে নিজের গতি করে এসো। যদি ডাক্তার-বাবু থানায় যায়। নাঃ, ঠাকুরকে একবার খবরটা দিয়েই যাই। বুঝ্‌লে ভজহরি—নইলে হয় তো বা মনে কর্‌বে থানায় যাবার মতলবটা আমরাই দিয়েছি। যা হোক্ বিবেটাক বেগুনের চারা লেগিয়েছি। বেশ ডাগর ডোগরটী হয়ে উঠেছে। হয় তো আজ রেতেই উপ্‌ড়ে রেখে যাবে। বান্দী ছোঁড়াগুলো তো রেতে ঘুমোয় না।

ভজহরি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চল মোড়ল—তাই চল—

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামলালের বাড়ী। প্রথম দৃশ্যেরই অনুরূপ। বেলা তখন প্রায় দশটা। ঘরের দরজা বন্ধ। কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া নেত্য-ঝি উঠানে আসিয়া ডাকিল।

নেত্য। মা ঠাকরুণ—মা ঠাকরুণ।

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে বারাণ্ডায় আসিলেন

নারায়ণী। কে নেত্য? ভোলাকে নীলমণি ডাক্তারের ওখানে পাঠিয়েদিলি?

নেত্য। না মা ভোলা বাড়ীতে নেই, গরু চরাতে গেছে—

নারায়ণী। তবে তুই যা একবার নেত্য। ডাক্তারখানা থেকে রামকে ডেকে নিয়ে আয়। জানিনে সেখানে গিয়ে আবার এতক্ষণ কি কাণ্ড বাধিয়েছে।

নেত্য। আচ্ছা মা আমি ডেকে আনছি।

প্রস্থান

ঘরের ভিতর হইতে শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। নেত্যকে আবার নীলমণি ডাক্তারের ওখানে যেতে বল্লে কেন?

নারায়ণী। কি করব। রাম যে এখনও ফিরল না।

শ্যাম। তা নেত্যকে না পাঠালেই তো হতো, আমি:তো কাছারী যাবই—যাবার পথে তাকে না হয় ডেকে দিয়ে যেতাম।

নারায়ণী। তুমি আবার অতটা পথ ঘুরে যাবে?

নেপথ্যেরামলাল। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

শ্যাম। নাও আর ভাবতে হবে না! ওই যে তোমার লক্ষ্মণ এসে হাজির হয়েছেন।

রামের প্রবেশ

কিরে…ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি?

রাম। হ্যাঁ। গোবিন্দ খাঁচা ধরবি আয়—

শ্যাম। তা ডাক্তার কি বল্লে? এখুনি আসবে তো?

রাম। (পুনরায় খাঁচা প্রস্তুত করিতে করিতে) সে সব কিছু বল্লে না ?

শ্যাম। তুই তাকে আসতে বলেছিস্ তো ?

রাম। হাঁ, তা বলেছি বৈকি ?

নারায়ণী। ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করিস্ নি তো ভাই ?

রাম। না, তা করিনি। তুমি মাথার দিব্যি দিলে, নইলে আজ ওর শিশি বোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে আসতাম।

শ্যাম। তা বেশ করেছ। মাথার দিব্যিটা যে রক্ষে করেছ—এই যথেষ্ট। এখন দয়া করে একটু বাড়ীতে থাক। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি—এর মধ্যে যদি ডাক্তার আসে, দেখিও—বুঝ্লে।

রাম। আচ্ছা—

শ্যামলালের প্রস্থান

নারায়ণী। রাম—

রাম। কি বৌদি ?

নারায়ণী। আমার কাছে আয়—

রামলাল নারায়ণীর নিকট গেল

নারায়ণী। আমার মা এ বাড়ীতে এসে থাকলে তুই রাগ করবি না তো ভাই ?

রাম। তোমার মা এসে থাকবে ? তা বেশ তো—বেশ তো। আমি রাগ করতে যাব কেন ?

নারায়ণী। তুইও তো এ বাড়ীর মালিক। তোকেও তো একবার জিজ্ঞেস করা দরকার।

রাম। আমি মালিক্ ? কি যে বল বৌদি তার ঠিক নেই। মালিক দাদা আর তুমি। আমি আর গোবিন্দ, আমরা দু'জন খাই দাই আর ঘুরে বেড়াই।—তা যাক্। গোবিন্দটা কোথায় গেল বল দিকি ? খাঁচাটা আধখানা তৈরী হয়ে থাক্লো।

নারায়ণী। কাছেই কোথায় আছে। আসবেথ'ন।

রাম। থাক্—মরুকগে—ওরই খাঁচা তৈরি হবে না—আমার কি ?

হরিহর আধ-পাগ্‌লা কছমের লোক। গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। একপায়ে সদাসর্ব্বদাই ঘাঁজ্‌ পরিয়া থাকে। নাচিয়া নাচিয়া গান গায়। রামলাল ইহাকে বড় ভালবাসে। সম্প্রতি সে রামলালের কার্ত্তিক-গণেশের নামে একটি গান বাঁধিয়াছে।

নেপথ্যে হরিহর। দাঠাকুর কৈ গো—দাঠাকুর।

রাম। কে রে হরিহর ?

হরিহরের প্রবেশ

হরিহর। পেন্নাম হই দা'ঠাকুর। (নারায়ণীকে দেখিয়া) মা-ঠান অমন করে বসে যে ? অসুখ-বিসুখ নাকি ?

রাম। হ্যাঁরে হরিহর, আজ ক'দিন বৌদির বড্ড জ্বর। আর যে চামার ডাক্তারের হাতে পড়েছে, বুঝলি হরিহর—বৌদি এখন সেরে উঠ্‌লে বাঁচি। (নারায়ণীর নিকটে গিয়া) বৌদি, হরিহর কার্ত্তিক-গণেশের নামে একটা গান বেঁধেছে। বেশ গান। আমি শুনেছি। তোমায় শোনাবার জন্যে, ওকে আসতে বলেছিলাম ; শুন্‌বে বৌদি ?

নারায়ণী। বেশতো ! গাও হরিহর !

হরি। তা আপনার যে অসুখ মা'ঠান্—

নারায়ণী। তা হোক্। তুমি গাও—

হরিহর নাচিয়া নাচিয়া গান জুড়িয়া দিল

গান

কার্ত্তিক আর গণেশ থাকের জলেতে—
দেখে তাদের, কত জনার ঝরতেছে নাল জিবেতে !
তাদের ডাকলি পরে ছুড়ি দিয়ে—
তারা ছুলিয়ে আসে পতর নিয়ে।
যেন মিলে মিশে আছে তারা দু'টী বমজ ভায়েতে।

তাদের মুণ্ডু দু'টো এতবড়—
ভয়ে চুনোপুঁটি জড়সড় !
আর ড্যাঙায় আছেন দাদাঠাকুর—
তাই কেউ কয়না কথা ভয়েতে ।

রাম। (গীতান্তে) দাঁড়া তোকে দুটো চাল এনে দি। (দু'একপাদ অগ্রসর হইয়া ফিরিল) দেখ্‌ হরিহর, আর একদিন এসে চাল নিয়ে যাস্‌। আজ আর দিতে পারলাম না। বৌদির অসুখ কিনা ?

নারায়ণী। তা হোক দোষ নেই। ও ঘর থেকে হরিহরকে দু'টী চাল এনে দাও।

রাম। না—না—তা কি হয় ? সেবার আমার অসুখের সময় তুমি ভিক্ষে দাও নি—বল্‌লে দোষ হয়। তুই আজ যা হরিহর—আর একদিন এসে নিয়ে যাস্‌।

হরিহর। আচ্ছা দা'ঠাকুর। আসি মাঠান, পেন্নাম হই—আর একদিন আসব।

হরিহরের প্রস্থান

নেপথ্যে শ্যামলাল। রেমো, ডাক্তারবাবু আসছেন।

রাম। ঐরে ! দাদা বুঝি আবার ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল ! আমি একটু আড়ালে যাই বৌদি। ও চামারটা হয়তো আমার নামে দাদার কাছে এতক্ষণ অনেক কথা লাগিয়েছে।

রামলাল ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল

নীলমণি ডাক্তারের সহিত শ্যামলাল প্রবেশ করিলেন। নীলমণি ডাক্তারের হাতে একটা ব্যাগ। শ্যামলালের সহিত কথা কহিতে কহিতে উঠানে প্রবেশ করিয়া নীলমণি ডাক্তার ব্যাগটা বারাণ্ডার নামাইয়া রাখিলেন

শ্যামলাল। আপনি কিছু মনে করবেন না,···ওটা একটু গোঁয়ার কিনা।

নীলমণি। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো জানি। তবে কিনা অতগুলো লোকের সামনে থাম্‌কা—

শ্যামলাল। আমি ওকে শাসন করে দেবো।

নীলমণি। থাক, থাক, শাসনের দরকার নেই। ছেলেমানুষ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই সব শুধরে যাবে। তবে কিনা ওর কথাবার্ত্তা শুনলে বড় ভয় হয়। তা যাক্, (নারায়ণীর নিকট আসিয়া) হাতটা একবার দেখি বৌমা? (হাত দেখিয়া) হুঁ—জ্বর এখনো রয়েছে। আচ্ছা আজ ওষুধটা বদলে দেবো। সেই ওষুধটা আজ তিন বার খাবেন, তার পর কাল কেমন থাকেন জানাবেন—এসে দেখে যাব। কিন্তু বৌমা, জ্বর সারা না সারা কি ডাক্তারের হাতে! তোমার দেওরটী তো আমাকে মাত্র দুটো দিনের সময় দিয়েছে—এর মধ্যে সারে ভাল, না সারে তো আমার ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে বলেছে।

নারায়ণী। (লজ্জিত হইয়া) ওর ঐ রকম কথা। আপনি কিছু মনে করবেন না।

নীলমণি। লোকে বলে ওর একটী বাগ্দী ছোঁড়ার দল আছে। তাদের নাকি যে কথা সেই কাজ। তাই বড় ভয় হয় মা। আমরা ওষুধ দিতে পারি—কিন্তু প্রাণ তো দিতে পারি না মা।

নারায়ণী। ও একদিন জেলে যাবে তা জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়।

সহসা ঘরের ভিতর হইতে রামলালের প্রবেশ

রাম। শুধু শুধু তোমাকেই বা জেলে যেতে হবে কেন?

শ্যাম। এই যে গাধা! আবার মুখ নেড়ে ঝগড়া করতে এসেছে। তুই ডাক্তারবাবুর ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দিবি বলেছিস্?

রাম। (নিরুত্তর)

শ্যাম। কি চুপ করে রইলি যে ?

রাম। না, আমি ওকথা বলিনি। আমি তো শুধু আমবাগান কেটে দেবো বলিছি।

শ্যাম। তবে কি ডাক্তারবাবু মিছে কথা বল্‌ছেন ?

রাম। হ্যাঁ, উনি তো তাই—

নারায়ণী। রাম চুপ কর বলছি—

শ্যাম। (লজ্জিত হইয়া) যাক্ কিছু মনে করবেন না ডাক্তার বাবু, এই নিন্ আপনার ভিজিটটা—

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া শ্যামলাল নীলমণি ডাক্তারকে চারটী টাকা দিলেন। তাহা হইতে তিন টাকা শ্যামলালকে ফেরত দিয়া জিভ্ কাটিয়া নীলমণি ডাক্তার কহিলেন—

নীলমণি। সর্ব্বনাশ ! আমার ভিজিট তো এক টাকা, তার বেশী আমি কোনমতেই নিতে পারবো না। ও অভ্যেস আমার নেই শ্যামবাবু। টাকা দুদিনের কিন্তু ধর্ম্মটা চিরদিনের।

রাম। এ্যাঁ ! একেবারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এলেন আর কি ! পরশু দিন দু টাকা নিয়ে গেছে—আজ আবার ধর্ম্ম দেখাচ্ছে !

শ্যাম। বেরো—বেরো হতভাগা—বেরো এখান থেকে—

রামলাল ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল

নীলমণি। মুখফোঁড় বলে গালাগালি সহ্য করা যায় শ্যামবাবু কিন্তু ব্যবসা নিয়ে বদ্‌নাম রটানো সহ্য করা সম্ভব নয়। এখন থেকে সাবধান না হলে জেল হাজত ওর অনিবার্য্য। চলুন ওষুধটা দিয়ে দি। আসুন—

নীলমণি ও শ্যামলালের প্রস্থান

নারায়ণী। রাম ! রাম !

রামের প্রবেশ

রাম। কি বৌদি?

নারায়ণী। লোকের সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয় তা কি তুই কোন কালেই শিখবি না?

রাম। তা ও ধর্ম্ম দেখালে কেন? রাখ বাগ্দীর কাছে চার টাকা আদায় করবে বলে ডাক্তারখানায় পেড়াপীড়ি করছিল—আর এখানে এসে ধর্ম্ম দেখালে।

নারায়ণী। তাতে তোর কি? তুই কি আমাকে একদণ্ডও শান্তি দিবি না রে?

নারায়ণী বিরক্তভাবে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন

রাম। বৌদি! বৌদি! যা বাবা! আমি ভালর জন্যে করতে গেলাম হয়ে গেল উল্টো! বাঃ!

গোবিন্দ সুরধুনীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল। সুরধুনীর বেশ-ভূষায় গ্রাম্য মেয়ের ছাপ সুপরিস্ফুট। তাহার হাতে একটি কাপড়ের পুঁটুলী। পশ্চাতে নেত্য-ঝির সহিত দিগম্বরী প্রবেশ করিলেন। নেত্যর হাতে একটা ছোট প্যাট্‌রা

গোবিন্দ। কাকা! কাকা! শীগ্‌গির এসো। শীগ্‌গির এসো—

রাম। কিরে—কিরে?

রামলাল অন্যমনস্কভাবে ছুটিয়া যাইতে গিয়া প্রায় সুরধুনীর ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। পরে নিজেকে সামলাইয়া—

সুরধুনীকে জিজ্ঞাসা করিল

তুই কে রে?

গোবিন্দ। মা, দেখ দেখ—কারা এসেছে।

নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। কে! সুরী! আয়—আয়! মা কোথায়?

সুরধনী। ঐ যে—

নারায়ণী। এসো মা, এসো।

নারায়ণী দিগম্বরীকে প্রণাম করিলেন ও সুরধুনীকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া লইলেন। দিগম্বরী নারায়ণীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পরে কহিলেন

দিগম্বরী। কিন্তু তোর এ কি চেহারা হয়েছে নারাণী? তোর দিকে যে আর তাকানো যায় না।

নেত্য। মার শরীরে কি আর কিছু আছে? আজ ক'দিন জ্বর। তা ছাড়া সংসারের ছিষ্টি কাজ ঐ একজনার ওপর। শরীরের আর কি দোষ দিদিমা?

নারায়ণী। যা তো নেত্য, মার নিরিমিষ দিকের বাসন-কোসনগুলো ধুয়ে মেজে দিগে, আর নাইবার ব্যবস্থা—পূজোর গোছগাছ—

দিগম্বরী। কেন এত ব্যস্ত হচ্ছিস মা?

নারায়ণী। এতখানি পথ গরুর গাড়ীতে এলে, কত কষ্ট হয়েছে। নেয়ে ধুয়ে পূজো-আচ্ছা করে যা হোক কিছু মুখে দিয়ে আগে সুস্থ হও। না—না তুই যা নেত্য।

নেত্যর প্রস্থান

(জনান্তিকে) রাম মাকে প্রণাম কর।

রামলাল ইতঃস্তত করিতে করিতে দিগম্বরীকে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল

রাম। এঁরা? বৌদি?

নারায়ণী। আমার মা আর বোন।

রাম। ও, যাদের আসবার কথা ছিল? তা বেশ, তা বেশ। (সুরধুনীর প্রতি) তা তোর নামটা কি তা তো বল্লিনে?



নারায়ণী। ওর নাম সুরধুনী।

রাম। ও বাবা! মস্ত বড় নাম দেখছি যে!

নারায়ণী। (হাসিয়া) তা তোর নামটাই বা কি ছোট?

রাম। তা বটে! কিন্তু তোমরা তো রাম—রেমো এই সব বলেই ডাক কিনা?

নারায়ণী। তা বেশ তো! তুইও ওর নামটা না হয় ছোট করে নিয়ে সুরো বলে ডাকবি।

রাম। হেঁ-হেঁ—সেই ভাল!

গোবিন্দ। (সুরধুনীর প্রতি) মাসিমা, আমাদের কেমন কার্ত্তিক-গণেশ আছে—দেখবে মাসীমা?

সুরধুনী। কার্ত্তিক-গণেশ!

রাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কার্ত্তিক-গণেশ, চ' না পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসবি আর অমনি দেখে আসবি—চ—চ।

রামলাল সুরধুনীর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।
গোবিন্দও তাহাদের অনুসরণ করিল

দিগম্বরী। কার্ত্তিক-গণেশ আবার কি নারাণী?

নারায়ণী। ওর কথা আর বলো না মা। কোথা থেকে দুটো কচি পোনা এনে পুকুরে ছেড়েছিল। সেই কচি পোনা দুটোকে মুড়ি খাইয়ে খাইয়ে মস্ত বড় করে তুলেছে। আর তাদের আদর করে নাম রেখেছে কার্ত্তিক-গণেশ।

দিগম্বরী। একি! চারদিকে ছিষ্টি একাকার হয়ে রয়েছে! তুই দুদিন পড়ে থাকলে সংসার বুঝি অচল হয়ে ওঠে?

নারায়ণী। তা একটু হয় বৈকি মা। সংসারে তো আর দ্বিতীয় লোক নেই।

দিগম্বরী। কেন? তোর দেওরটা বুঝি তেমন দেখাশুনো করে না? বুঝিছি—হাজার হোক সতাতো দেওর তো?

নারায়ণী। সতাতো সত্যি। কিন্তু শ্বাশুড়ী ওকে যেদিন আমার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন, সেদিন আমিও জানতে পারিনি যে ও আমার আপন দেওর নয়। আর যিনি অন্তিমকালে ঐ আড়াই বছরের শিশুটিকে আমার কোলে তুলে দিয়েছিলেন, তিনিও কোনদিন আমাকে জানতে দেননি যে তিনি আমার আপন শ্বাশুড়ি নন।

দিগম্বরী। থাক। আমি যখন এসেছি সংসারের ঝক্কি আর তোকে আমি নিতে দেব না। কিন্তু উঠোনে কত দিন ঝাঁটা পড়েনি নারাণী? দড়ি-দড়া, কঞ্চি ছিষ্টি একাকার! আমি বাপু নোংরা সহ্য করতে পারিনে। ঝাঁটা গাছটা কোথায়?

নারায়ণী। থাক্ মা! এতখানি পথ আসায় কত কষ্ট হয়েছে। আগে একটু জিরোও। নেয়ে-ধুয়ে পুজো-আচ্ছা করে মুখে আগে যাহোক একটু কিছু দাও! সংসারের কাজ তো আছেই।

দিগম্বরী। তা হোক। পুজোর আগে তো নাইতেই হবে। দিই না ঝাঁট দিয়ে, ওতে দোষ নেই।

দিগম্বরী উঠানের একপাশ হইতে ঝাঁটাগাছটি লইয়া ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা রামলাল ছুটিয়া আসিয়া দিগম্বরীর হাত হইতে ঝাঁটাগাছটি কাড়িয়া লইল। পশ্চাতে গোবিন্দ ও সুরধুনীর প্রবেশ

রাম। ওকি! ওকি! থাক্—থাক্—থাক্! এখনও গোবিন্দর খাঁচা তৈরী হয়নি। কাটি, দড়ি, যন্ত্রপাতি সব ছড়ান রয়েছে। খাঁচাটা তৈরী হয়ে যাক, পরে আমিই ঝাঁট দেবো—আমিই ঝাঁট দিয়ে দেবো—

দিগম্বরী কট্‌মট্ করিয়া রামলালের দিকে চাহিয়া রহিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

অপরাহ্ন। নীলমণি ডাক্তারের ডাক্তারখানা। ডাক্তারখানার সামনে একটী বেঞ্চিতে ভজহরি ও নীলমণি ডাক্তার বসিয়া আছেন। নীলমণি ডাক্তার একটী খেলো হুঁকোয় তামাক খাইতে ছিলেন ও ভজহরির সহিত কথা কহিতে ছিলেন।

ভজহরি। আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, রামঠাকুরের বাগ্দী ছোঁড়ার দলই পশ্চিম পাড়ার নোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভাংচি দিয়ে এসেছে।

নীলমণি। তা কি আর আমি জানিনে। আমিও সেদিন সোজা পশ্চিম-পাড়ার বারোয়ারীতলায় বড় গলায় বলে এলাম, আজ নতুন ধান ঘরে এসেছে, আর দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখছিস্ বলে, নগদ পয়সা দিয়ে রামঠাকুরের কথায় শ্রীনাথপুরের অনুকুল ডাক্তারকে ডেকে আনছিস্। কিন্তু তোরাও মনে রাখিস্ নতুন ধান, আর কাঁচা পয়সা, এ দুটোর কোনটাই চিরদিন থাকবে না। আবার এই নীলমণি ডাক্তারের কাছেই তোদের আসতে হবে; মনে রাখিস্—

ভজহরি। বাঃ! বেশ বলেছ ডাক্তারবাবু! ইচ্ছে কচ্ছে শ্যামঠাকুরেও কথা কটা একবার শুইনে দি। ওনারও পরিবারের মাঝে মাঝে অসুখ করে তো?

নীলমণি। একটা আস্ত আকাট মুখ্য—বুঝলি ভজহরি, একটা মুখ্যু। আর জন্মে বোধ হয় কি একটু পুণ্যি করেছিল, তাই এ জন্মে বামুনের ঘরে জন্মেছে।

ভজহরি। ওর অদিষ্টে ফাটক আছে ডাক্তারবাবু, তা তোমারে বলে দেলাম, তুমি দেখে নিও। (অদূরে শ্যামলালকে দেখিয়া) ডাক্তার বাবু, ঐ দেখ—শ্যামঠাকুর যাচ্ছে, বল ত একবার ডাকি।

নীলমণি। তা ডাক না? আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে দি।

ভজহরি। (উচ্চৈস্বরে) ঠাকুরমশাই—ও ঠাকুরমশাই—ডাক্তারবাবু

তোমায় ডাকতেছেন, একবার পায়ের ধূলো দিয়ে যাও দেবতা—একবার পায়ের ধূলো দিয়ে যাও।

শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। ডাক্তারবাবু যে হঠাৎ স্মরণ করলেন? ব্যাপার কি?

নীলমণি। স্মরণ আর কি! আপনি ব্রাহ্মণ দেবতা দয়া করে একটু পায়ের ধূলো দিয়ে যাবেন এই আর কি! না ডাকলে তো আর আসেন না।

বসিবার জন্য একটী চেয়ার আগাইয়া দিলেন। কিন্তু শ্যামলাল বসিলেন না

শ্যাম। না আসিনে সত্যি; কিন্তু তা শুধু আপনার এখানেই নয়। এ গাঁয়ের এক সরকারের কাছারী ছাড়া আর কারুর ওখানেই যাই না।

নীলমণি। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা'তো দেখতেই পাই। (শ্লেষ হাসি হাসিয়া) হাজার হোক লজ্জার কথা তো?

শ্যাম। লজ্জা? লজ্জা কিসের ডাক্তারবাবু?

নীলমণি। বৈমাত্র ভাই হলেও—লোকে তো বলে আপনারই ভাই, আপনার পরিচয়েই তো তার পরিচয়।

শ্যাম। ও! রামের কথা বলছেন? না না, তার জন্যে আমার এতটুকু লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। একটু বেয়াড়া ডানপিটে এই যা—

নীলমণি। হোক বেয়াড়া ডানপিটে; তবু নানা লোকের নানা কথা আপনাকেই শুনতে হয় তো?

শ্যাম। নানা লোকের নানা কথা শুনতে হয় একথা ঠিকই ডাক্তারবাবু। কিন্তু সংসারে সব মানুষ ত এক রকমের নয়। সুতরাং, নানান কথারও যে অভাব হবে না—তাতেই বা আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যারা সংসারে নিজেকে মানুষ বলে দাবী করে ডাক্তারবাবু, তারা ঐ অমানুষ-টাকেই বা ক্ষমা করতে পারে না কেন, আমি ত শুধু তাই ভাবি।

নীলমণি। দেখুন শ্যামবাবু, ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী সহ্য করা যায়, কিন্তু বদমায়েসী যে বরদাস্ত করা যায় না—

শ্যাম। ডাক্তারবাবু, রামকে আপনারা গরু গাধার সঙ্গে তুলনা করুন আমি সহ্য করতে পারব। কিন্তু বদমায়েসী বদনাম রটালে তা হয়তো সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তা যাক্—এখন অপরাহ্ণ বেলায় তেতেপুড়ে কাজ থেকে ফিরছি—আপনার যদি কিছু অভিযোগ থাকে বলুন, তার প্রতীকার করবার চেষ্টা করব।

নীলমণি। হ্যাঁ; সেই কথা ব বলেই তো ডাকলাম। দেখুন, পশ্চিম পাড়ার লোকের বাড়ী বা য়ে আপনার ভাই ভাংচি দিয়ে এসেছে যে, যেন তারা কেউ এই মণি ডাক্তারকে না ডাকে—

শ্যাম। রাম ভাংচি দিয়েছে?

নীলমণি। হ্যাঁ আপনার ভাই রাম। শুধু তাই নয়—শ্রীনাথপুরের অনুকূল ডাক্তারকে সেখান থেকে ডেকে আনা হচ্ছে; বারোয়ারীতলার চণ্ডী-মণ্ডপে অনুকূল ডাক্তাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। একদিন অন্তর এক একজন গরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেয়। অনুকূল ডাক্তার সেই দেড় ক্রোশ দূর থেকে সকালে আসে, আর রুগী দেখে সন্ধ্যায় ফিরে যায়। কিন্তু কেন? এত শত্রুতা কেন আমার সঙ্গে? বল্‌তে পারেন?

শ্যাম। আপনি বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু,—এমনতর সুব্যবস্থা ত আমার ভায়ের দ্বারা সম্ভব নয়। যারা আপনার কাছ থেকে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, এর মধ্যে তারা সবাই আছে।

নীলমণি। কিন্তু আমি বলছি—আপনি যদি আপনার ভাইকে সাবধান না করেন, তাহলে তার ব্যাবস্থা আমাকেই করতে হবে।

ভজহরি। হ্যাঁ, তা ত করতেই হবে—

শ্যাম। অন্ততঃ এ ব্যাপারে তাকে শাসন করা আমার দ্বারায় সম্ভব হবে না। কারণ এ গাঁয়ে ডাক্তার বদ্যির একান্ত অভাব। এ গাঁয়ের সবাই

যে আছে—এই নীলমণি ডাক্তারের মুখ চেয়ে। কিন্তু নীলমণি ডাক্তার যে সবে ধন নীলমণি—তাই তার দাবী দাওয়ারও শেষ নেই! ছিঃ! ছিঃ! ডাক্তারবাবু এই অভিযোগ আবার আমার কাছে করছেন? আমার ভাই সে তো গরু ডাক্তারবাবু, সে তো গরু—সেই গরুর কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

প্রস্থান

ভজহরি। দেখলে তো আমি বল্লাম—ও ভেতরে ভেতরে সব আস্কারা আছে।

নীলমণি। হ্যাঁ, তাই ত দেখছি। আমি দুটো কথা শোনাব বলে ডাকলাম, উল্টে আমাকেই দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল! আচ্ছা—আমিও নীলমণি ডাক্তার।

পঞ্চম দৃশ্য

অপরাহ্ন। শ্যামলালের বাড়ী। শ্যামলাল ব্যস্তভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। উঠান হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন।

শ্যাম। রেমো—রেমো, রেমো কোথায় গেলি—

ঘরের দরজা খুলিয়া নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। কেন? রামকে ডাকছ কেন?

শ্যাম। না আর সহ্য হয় না, ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠলো।

নারায়ণী। কি হল গো! কি হলো?

শ্যাম। আর কি হবে, আমার মাথা আর মুণ্ডু হয়েছে। রেমোটাকে নিয়ে আর আমার সংসার করা চলবে না, তা তোমায় বলে দিলাম!

নারায়ণী। কেন? আবার কি হলো তাই বল না?

শ্যাম। কি আর হবে! হতচ্ছাড়াটার জন্যে লোকের কাছে আর আমার মুখ দেখাবার জো নেই,—কাজ থেকে তেতেপুড়ে বাড়ী ফিরছি—নীলমণি ডাক্তার তার ডাক্তারখানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে, কতকগুলো যাচ্ছে তাই শুনিয়ে দিলে!

নারায়ণী। নীলমণি ডাক্তার যে কেমন লোক, তা আর গাঁয়ের লোকের জানতে বাকী নেই।

শ্যাম। সে ভাল হোক আর মন্দ হোক, তাতে আমাদের কি এসে যায়? কিন্তু ও হতভাগা তার ভাতের হাঁড়ীতে কাঠি দিতে যায় কেন?

নারায়ণী। ভাতের হাঁড়ীতে কাঠি দিয়েছে!

শ্যাম। নয় তো কি? পশ্চিম পাড়ার লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলে এসেছে—তারা যেন নীলমণি ডাক্তারকে কেউ আর না ডাকে। সেখানে মোড়লী করে শ্রীনাথপুর থেকে অনুকূল ডাক্তারকে এনে বসিয়েছে। আমার খেয়ে, আমারই বুকের ওপর বসে যে তিনি দাড়ী ওপ্‌ড়াবেন—তা আর হবে না—তাকে বলে দিও।

ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন

বাহির হইতে রামলালের প্রবেশ

নারায়ণী। এই যে! তোর জন্যে লোকের কাছে মুখ দেখানোর যো নেই। কতকগুলো ছোটলোকের সঙ্গে মিশে, কেবল দল পাকিয়ে নেচে নেচে বেড়াবি? বেরো! দূর হ বাড়ী থেকে—

রাম। বারে! শুধু শুধু গালাগালি দিচ্ছ কেন?

নারায়ণী। শুধু শুধু গালাগালি দিচ্ছি? তুই নীলমণি ডাক্তারের পেছনে লেগেছিস্ কেন বল?

রাম। নীলমণি ডাক্তারের পেছনে লেগেছি?

নারায়ণী। লাগিস্‌নি? কেন তুই ও-পাড়ার লোকদের বলে এসেছিস্ যে তারা যেন কেউ নীলমণি ডাক্তারকে না ডাকে?

রাম। নীলমণি ডাক্তার ভাল চিকিচ্ছে করতে পারে না, তাই—

নারায়ণী। ভাল পারুক্, মন্দ পারুক্, তাতে তোর কিরে মুখপোড়া? তুই কেন শুধু শুধু তার কথায় থাকতে যাস্?

রাম। ও কেন শুধু শুধু আমার কথায় কথা কইতে আসে?

নারায়ণী। তুই তার পেছনে লাগিস্ বলেই তোর কথায় থাকে। গাঁয়ে এত লোক রয়েছে, সে তোর কথাই বা বলে কেন? তোর জন্যে আজ ওঁকে পর্য্যন্ত কথা শুনতে হল?

রাম। কি? দাদাকে কথা শুনতে হল?

নারায়ণী। হল না? তোর জন্যে নীলমণি ডাক্তার আজ ওঁকে পর্য্যন্ত যাচ্ছে তাই শুনিয়ে দিয়েছে! বেরো—দূর হ বাড়ী থেকে—

নারায়ণীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ

রাম। বেশ চল্লাম—চল্লাম—

রাগে গস্‌গস্ করিতে করিতে রামলালের প্রস্থান

গোবিন্দর হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে সুরধুনী প্রবেশ করিল। সুরধুনীর হাতে একখানি রামায়ণ।

সুরধুনী। আয় গোবিন্দ—

উভয়ে বারান্দার সিঁড়িতে উপবেশন করিল

গোবিন্দ। আজ কোন্‌খানটায় পড়বে মাসীমা?

সুরধুনী। অকম্পনের যুদ্ধ।

গোবিন্দ। অকম্পন কে মাসীমা?

সুরধুনী। সে রাক্ষস, মস্ত বীর!

গোবিন্দ। রাক্ষস? ও বাবা! হনুমান আছে তো?

সুরধুনী। হ্যাঁ আছে।

গোবিন্দ। বেশ, তবে পড় শুনি ?

সুরধুনী। (রামায়ণ পড়িতে লাগিল)

শরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান।
রণেতে প্রবেশ করে বীর হনুমান॥
হনুমান বলে বেটা পালাবি কোথায়।
একচড়ে যমালয়ে পাঠাব তোমায়॥

ব্যস্তভাবে নেত্যর প্রবেশ

নেত্য। মা কোথায় গো সুরমাসী ?

সুরধুনী। দিদি ? দিদি ঘরের ভেতর আছে।

নেত্য। ওমা—মা ?—

নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। কেন রে নেত্য ?

নেত্য। ঐ দেখগে যাও—ছোটবাবু কি কাণ্ড কচ্ছে ? ঐ পচা পুকুরের জলে লোকে পা দেয় না! ছোটবাবু সেখানে ডুব দিয়ে, সাঁতার কেটে একেবারে হৈ হৈ করছে! কত করে বারণ করলাম—কিছুতেই কথা কানে তুললে না।

নারায়ণী। ওর যা খুসী ও করুক গে—আমি আর পারি না—

নেত্য। তুমি গিয়ে বললে—হয়তো ভয়ে ভয়ে উঠে আসবে।

নারায়ণী। যে বাঁচবে না নেত্য, তাকে ডাক্তার বদ্যি ওষুধ দিয়ে বাঁচাতে পারে না। ওর যদি ওতে মরণ থাকে তো মরুক—আমি আর পারি না; তুই যা—

নারায়ণী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। নেত্য বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

গোবিন্দ। জান মাসীমা, কাকা আজ খুব বকুনি খাবে—

সুরধুনী। বেশ হবে।

গোবিন্দ। নাও তুমি পড়।

সুরধুনী। নেত্যাটা এসে সব গুলিয়ে দিলে! কোথায় যেন পড়ছিলাম গোবিন্দ ?

গোবিন্দ। ঐ যে গো—যমালয়ে পাঠাব তোমায়।

সুরধুনী। ও—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

পড়িতে উদ্যত এমন সময় শ্যামলালের প্রতিবেশী কালু সাঁতরা ব্যস্তভাবে উঠানে প্রবেশ করিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিল

কালু। মা-ঠাকরুণ কৈ গো খোকাবাবু ?

গোবিন্দ। মা ? মা ভেতরে আছে।

ঘরের ভিতর হইতে নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। কে রে গোবিন্দ ?

কালু। আমি মা—আমি ?

নারায়ণী। ও কালু ? কি ব্যাপার কি ?

কালু। তুমি একবার দেখবে চল মা—ছোটবাবু আমাদের কি ক্ষতিটা করেছে। আমাদের একটা তাজা শশা গাছ উপড়ে, শশাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে একেবারে তছ্‌নচ্‌ কাণ্ড করেছে মা—এমন করে ক্ষতি কল্লে—কেমন করে পারি। তুমি একবার দেখবে এস মা।

নারায়ণী। চল্‌তো দেখে আসি—

কালু ও নারায়ণীর প্রস্থান

সুরধুনী। কোথায় যেন পড়ছিলাম গোবিন্দ ?

গোবিন্দ। ঐ যে গো—তুমি বড্ড ভুলে যাও। সেই যে, যমালয়ে পাঠাব তোমায়।

সুরধুনী। হ্যাঁ—হ্যাঁ।

পচা পুকুরে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে রামলালের প্রবেশ

রাম। কি করছিস্‌ রে গোবিন্দ ?

গোবিন্দ। মাসীমার কাছে রামায়ণ শুনছি? মাসীমা কেমন রামায়ণ পড়তে জানে, শুনবে কাকা?

রাম। শুনব—শুনব। (সুরধুনীর প্রতি) বেশতো পড়না শুনি?

সুরধুনী। না আমি পড়ব না।

রাম। পড়বি না কেন? রামায়ণ শুনতে আমি খুব ভালবাসি। 'সীতার বনবাস', 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'রাবণবধ' এ সব পালা যে আমরা ইস্কুলে যাত্রায় করেছি।

গোবিন্দ। জান মাসীমা, কাকা একবার যাত্রায় হনুমান সেজেছিল!

রাম। (গোবিন্দকে শাসাইয়া) এই গোবিন্দ? খবরদার মার খাবি—

গোবিন্দ। হ্যাঁ খাবে বৈকি? তুমি তো হনুমান সেজেছিলে—

রাম। ফের, মারখাবি বলছি গোবিন্দ—(মারিতে উদ্যত)

সুরধুনী। (হাসিয়া) রাগ করছ কেন রামদা? হনুমানই যদি সেজে থাক—তাতে দোষ কি? হনুমান কি যে সে? মস্ত বীর! তবে তার একটা ল্যাজ আছে এইয়া—

রাম। আ-মলো! এ ছুঁড়ী তো কম ডেঁপো নয় দেখছি—

সুরধুনী। (রাগিয়া) শুধু শুধু গালাগাল দিচ্ছ কেন?

রাম। বেশ করেছি। তুই আমার কথায় কথা কইতে আসিস কেন?

গোবিন্দ। কাকা, তুমি আজ সাঁতারাদের শশা গাছ কেটে দিয়েছো, পচা পুকুরে নেয়েছো—মাকে গিয়ে বলে দেব, তুমি আবার মাসীমাকেও গালাগাল দিচ্ছ—

রাম। যা-যা বলগে যা। এ্যাঁ! ভারী তো মাসী! কোথাকার মাসী তার ঠিক নেই? ছুদিন এসে একেবারে ভারী ইয়ে হয়েছে—

ঘরের ভিতর হইতে বড়ের তার দিগম্বরীর প্রবেশ

দিগম্বরী। দেখ বাছা! ছুদিনই আসুক আর দশদিনই আসুক; ওর পাতানো মাসী নয়। মা-র পোটর বোন—মনে রেখ।

রাম। তোমরা তো আচ্ছা লোক দেখছি। যেমন মা, তার তেমনি মেয়ে! আমি কি বলিছি নাকি পাতানো মাসী?

দিগম্বরী। কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—যেমন মা তার তেমনি মেয়ে! কেন? মা কি করেছে রে ড্যাগ্‌রা, মা কি করেছে? আচ্ছা, যাচ্ছি নারাণীর কাছে।

বেগে প্রস্থান

রাম। (সুরধুনীর প্রতি) আচ্ছা, তোরা কি বলতো? তোদের কি চোখে চামড়া নেই? দু'দিন যেতে না যেতেই ঝগড়াঝাঁটি আরম্ভ করে দিলি?

সুরধুনী। তুমিও তো দুদিন যেতে না যেতে তুইতোকারী আরম্ভ করে দিলে?

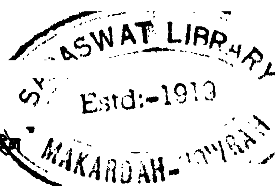
রাম। তাতে কি হয়েছে? তুইতোকারী করলামই বা। আমি তো বয়সে বড়।

সুরধুনী। বয়সে বড় বলে—যা তা বলবে, না?

রাম। বারে! যা তা আবার কি বলিছি? রামায়ণ পড়ছিলি তাই শুনতে চাইলাম। একটু শোনালেই হতো—

সুরধুনী। আমি যদি তোমায় না শোনাই?

রাম। না শোনালি তো বয়েই গেল—



সুরধুনী বই বগলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

সুরধুনী। আয় গোবিন্দ—

রাম। না, গোবিন্দ যাবে না—

সুরধুনী। যাবে না বৈ কি! আয় গোবিন্দ, রামায়ণ পড়িগে—

গোবিন্দ সুরধুনীর অনুসরণ করিল

রাম। গোবিন্দ! যদি অশথ গাছের ডাল নিতে চাস্ তো চট্‌পট্ চলে আয়—

গোবিন্দ রামলালের অনুসরণ করিল। রামলাল ও গোবিন্দ দু একপদ অগ্রসর হইতেই—নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। এই যে বাঁদর! তুই পচা পুকুরে নাইলি কেন?

রাম। তুমি তখন গালাগাল দিলে কেন?

নারায়ণী। তুই অন্যায় করবি, আর আমি কিছু বলবো না?

গোবিন্দ। বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে!

রাম। তবে রে—

রামলাল গোবিন্দকে মারিতে উদ্যত হইল

গোবিন্দ। না কাকা, আর বলব না কাকা!

রাম। বলবি না তো? তবে যা—কাটারীখানা নিয়ে যা—আমি এখুনি একটা অশথ গাছের ডাল কেটে দিচ্ছি। বৌদি এসে গিয়েছে, আমি দুটো ভাত খেয়েই যাচ্ছি—

গোবিন্দর প্রস্থান

নারায়ণী। ভাত দেবো? ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দেবো। গণ্ডেপিণ্ডে গিলে কতকগুলো ছোটলোকের সঙ্গে শুধু হৈ হৈ করে বেড়াবে? হতচ্ছাড়া পাজী কোথাকার—

রাম। তাহলে আজ আর খেতে দেবে না?

নারায়ণী। খেতে দেবো? তোর জন্যে লোকের কাছে আমার মুখ দেখানোর জো নেই! মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছিস্ মুখপোড়া! সাঁতরাদের এক মাচা শশা কেটে দিয়ে এসেছিস্ কেন?

রাম। বাঃ! শশাগাছ কেটে দিয়েছি? তারা আমাকে কাটতে দেখেছে?

নারায়ণী। তারা দেখেনি—আমি দেখেছি। কেন কেটেছিস্ তাই আগে বল?

রাম। আমাকে ওই সাঁতরাদের বুড়ী মাগীটা খাম্‌কা অপমান করলে কেন?

নারায়ণী। অপমানের কথা পরে হবে। তুই চুরি করেছিলি কেন, তাই আগে বল?

রাম। চুরি করেছিলুম? কথ্‌খনো না। এতটুকু একটা শশা নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নারায়ণী। হ্যাঁ বাঁদর—একশ'বার হয়? বুড়ো ধাড়ী! কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলে গোবিন্দ সেও যে জানে। আর তুমি জান না? দূর হ—মুখপোড়া? তোকে কিচ্ছু খেতে দেবো না।

রাম। দেবে না তো? বেশ চল্লাম—চাইনে, চাইনে খেতে—

বেগে প্রস্থান

নারায়ণী। সত্যি সত্যিই চলে গেল যে! নেত্য ও নেত্য—

নেত্যর প্রবেশ

নেত্য। কি মা?

নারায়ণী। ডাক নেত্য রামকে ডাক, ক্ষিদের ভাত চেয়ে চলে গেল—

নেত্য। ক্ষিদে পেলে আপনিই ফিরে আসবে। অত বড় সোমথ ছেলে বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াবে এও তো ভাল কথা নয় মা?

নারায়ণী। তোরা ওর বয়সটাই দেখিস্‌ নেত্য। আর একটু বড় হলে, জ্ঞান বুদ্ধি হলে, ওর আপনিই লজ্জা হবে।

নেত্য। এ বয়সেও যদি জ্ঞান বুদ্ধি না হয়, তবে আর কবে হবে মা?

নারায়ণী। জ্ঞান-বুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না নেত্য। কারো বা দুব'ছর আগে, কারো বা দু'বছর পরে হয়। আর হোক্‌ ভাল না হোক ভাল, তোদেরই বা এত দুর্ভাবনা কেন?

নেত্য। ঐ তো—ঐ তো—তোমার দোষ মা, পাড়ার লোকে বলে তোমার আদরেই ও—

নারায়ণী। পাড়ার লোক আদরটাই দেখে, শাসনটা তো দেখে না। আমার হাতে ও যত মার খেয়েছে, আমার নিজের ছেলে গোবিন্দও যে

তা খায়নি। কিন্তু তুই তো পাড়ার লোক নস্। তুই তো এখুনি দেখ্‌লি—যে খেতে না দিয়ে দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। ঘরে বাইরে আমার আর এত গঞ্জনা সহ্য হয় না নেত্য। (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

নেত্য। ওকি মা! কাঁদ কেন? মন্দ কথাতো বলিনি। লোকে বলে তাই একটু সাবধান করে দেওয়া।

নারায়ণী। সকল মানুষকে ভগবান এক রকম গড়েন না। ও একটু বেয়াড়া বলেই আমি যার তার কথা চুপ করে সহ্য করি। কিন্তু আদর দেবার খোঁটা লোকে দেয় কি বলে? তারা কি চায়, আমি ওকে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিই। তাহলেই বোধ হয় তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

নেত্য। জানিনে বাপু কি ভাল কি মন্দ।

প্রস্থান

অপর দিক দিয়া শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। রেমো মুখ ভার করে চলে গেল যে?

নারায়ণী। আমি তাকে খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি।

শ্যাম। বেশ করেছ, বেশ করেছ। খুব ভাল করেছ'—

নারায়ণী। না খেয়ে বাসী-মুখে বাড়ী থেকে চলে গেল—

শ্যাম। যাক্‌গে আপদ একেবারে যায় তো বাঁচি।

নারায়ণী। ছি—ছি! কি যে বল তার ঠিক নেই।

শ্যাম। বলি কি আর সাধে! ওর জন্যে এবার গ্রামের বাস তুলে দিতে হবে দেখছি। প্রতিদিন ওর নামে একটা না একটা নালিশ লেগেই আছে!

নারায়ণী। কেন?—আবার কেউ বুঝি কিছু বলেছে?

শ্যাম। বলেনি আবার? এইমাত্র সাঁতরারা বলে গেল—তাদের মাচার

ওপরের শশা গাছটা কেটে দিয়েছে। শশাগুলো নিয়ে লোকজনকে বিলি করে দিয়েছে। গরীব লোকজনের এমন করে ক্ষতি করলে, তারাই বা কেমন করে খাতির রেখে চলে বল?

নারায়ণী। সাঁতরাদের আমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়েও হয়নি।—আবার তোমায়ও বলেছে? কিন্তু ক্ষতি যাই হোক—সাঁতরারা কথাটা তোমায় একটু বাড়িয়ে বলেছে—

শ্যাম। বাড়িয়ে বলেছে? আচ্ছা, কেন তুমি ওর সব দোষ ঢাকতে যাও বলতো?

নারায়ণী। তার দোষ আমি ঢাকছিনে—এই জন্যেই তাকে আজ খেতে দিইনি—তাড়িয়ে দিয়েছি। শশা অবশ্য নিয়েছিলো কিন্তু পাড়ায় বিলি করবার মতন নয়। আমি নিজে দেখে এসেছি—খেয়ালের বশে ছোট্ট একটা শশা ছিঁড়তে গিয়ে, একটু ডালও সেই সঙ্গে ছিঁড়ে এসেছিল। তাকে গাছ উপ্‌ড়ে দেওয়া বলে না। কিন্তু সাঁতরারা যা বলেছে, সেটা যেন একেবারে ডাকাতি! মানুষ আসল কথাটা চেপে বানিয়ে বানিয়ে এত মিথ্যে কথা বলে কি করে?

শ্যাম। তাহলে তুমি বলতে চাও—যে সাঁতরারা মিথ্যে কথা বলে গেল?

নারায়ণী। একটা শশা নেওয়া ছাড়া—আর যা বলেছে সব মিথ্যে।

শ্যাম। আদর দাও নারায়ণী, দোষ নেই। কিন্তু অমন করে ওর আর মাথা খেও না।

নারায়ণী। ও হতভাগা যে আমার মাথা খেয়েছে, তাই ওকে ফেলতেও পারছি না—তুলতেও পারছি না। ওর মাথা যদি আমি খেতে পারতাম, তাহলে লোকেরই বা এত কথা শুনবো কেন?

কাঁদিয়া ফেলিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্যামলালের বাড়ীর খিড়কী। সম্মুখে পল্লী-পথ। পথের পাশেই শ্যামলালের পুকুর। পুকুরের বাঁধান ঘাট দেখা যাইতেছে। একটি অশ্বত্থ গাছের ডাল লইয়া গোবিন্দ ও রামলাল প্রবেশ করিল

রাম। বুঝ্‌লি গোবিন্দ? ডালটার এই দিকটা পুঁতে দিয়ে, বেশ করে গোড়ায় জল দিবি।

গোবিন্দ। আচ্ছা।

রাম। আর ভোলাকে বলে দিয়েছি, সে এখুনি গিয়ে গাছটার চারপাশে বেশ শক্ত করে বেড়া দিয়ে দেবে।

গোবিন্দ। খুব ছাওয়া হবে তো কাকা?

রাম। হ্যাঁ, খুব ছাওয়া হবে। এবার আর বৌদির এ-ঘর ও-ঘর করতে রোদ্দুরে একটুও কষ্ট হবে না। আমার ওপর বৌদি খুব খুসি হবে।

গোবিন্দ। তাহলে খুব ভাল হবে।

রাম। যা আর দেরি করিসনে! এখুনি পুঁতে দিগে—

গোবিন্দ। তুমি এখন বাড়ী যাবে না?

রাম। না।

গোবিন্দ। কেন?

রাম। বল্‌ছি যাব না—না?

শ্যামলালের বাড়ীর খিড়কীর দরজা খুলিয়া সুরধুনীর প্রবেশ

গোবিন্দ। যাবে না?

রাম। না।

সুরধুনী। (হাসিয়া) ওর যে রাগ হয়েছে—

রাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার রাগ হয়েছে। তুই যা—

গোবিন্দর প্রস্থান

রামলাল প্রস্থানোদ্যত

সুরধুনী। রামদা! ও রামদা শুনে যাও—

রাম। যা মুখপুড়ী, তোদের কারো কথা শুনতে চাই না।

সুরধুনী। শোনই না একটা কথা বলি—

রাম। কি বলবি বল্— ?

সুরধুনী। দিদি বুঝি তোমায় খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিলে ?

রাম। দিলে দিলে—তাতে তোর কি রে মুখপুড়ী ? আ মলো—! ভারি তো কথা! তাই আবার জিজ্ঞাসা করবার জন্যে রাস্তায় ছুটে এসেছে ? বেরো—দূর হ—দূর হ মুখপুড়ী—

সুরধুনী। তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু সারাদিন আজ ভাত বন্ধ—উপোস তো ?

রাম। আমি উপোস করি না করি—খাই না খাই—সে আমি বুঝ্‌বো। তাতে তোর কি রে মুখপুড়ী—

সুরধুনী। আমার আবার কি ? আমি দিব্যি খাব দাব বেড়াব।

রাম। আমারো ক্ষিদে পেলে খাব।

সুরধুনী। দিদি বলেছে—তোমায় আজ আর খেতে দেবে না।

রাম। নাঃ—দেবে না বৈ কি ? খানিক পরেই ঘুরে আস্‌ছি—দেখি দেয় কিনা ?

সুরধুনী। আমি আড়াল থেকে শুনেছি—জামাইবাবুও বারণ করে দিয়েছে।

রাম। এঁ্যা! দিলেই হল আর কি ? আমায় ভাত না দিলে ভাতের হাঁড়ীতে ছাই দিয়ে দেব না ?

সুরধুনী। কেন শুধু শুধু গোলমাল কর বল দেখি ?

রাম। বেশ করি—তোর কি ? আ-মলো! ঐটুকু মেয়ে উনি এসেছেন আমার সঙ্গে তর্ক করতে! বেরো—দূর হ বল্‌ছি—

সুরধুনী। তা না হয় যাচ্ছি, কিন্তু সত্যিই বলদিকি, ক্ষিদে পেয়েছে কিনা ?

রাম। না পাইনি।

সুরধুনী। তাহলে এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাই—

আঁচলের মুড়ি ও পাটালী গুড় দেখাইল

রাম। মুড়ি! আর পাটালী গুড়! বাঃ বাঃ! বেশ করিছিস্, দে—দে—

সুরধুনী। তবে যে বল্‌ছিলে ক্ষিদে নেই?

রামলাল সানন্দে মুড়ি খাইতে লাগিল

রাম। হ্যাঁরে—মুড়ি কি বৌদির কাছ থেকে চেয়ে আন্‌লি?

সুরধুনী। না, তুমি চলে আসার পর, দিদি আর জামাইবাবু কথা কইছিলেন—সে ফাঁকে ভাঁড়ারে না ঢুকে, নিয়েই একেবারে দে ছুট্—

রাম। বাঃ বাঃ! তোর খুব বুদ্ধি তো? (সুরধুনীর পিঠ্ চাপ্‌ড়াইয়া) আর একখানা যদি চট্ করে যদি পাটালি গুড় আনতে পারিস্—তাহলে দেখনা আজ বৌদিকে কি রকম জব্দ করি। সন্ধ্যের আগে আর বাড়ী ঢুকবো না। বৌদি একেবারে কেঁদে কেটে মরবে।

সুরধুনী। আজ সবাই রেগে গেছে—তোমার জন্যে আজ আর কেউ ভাববে না।

রাম। না—ভাববে না বৈকি! দেখিস্ আর একটু পরেই বৌদি কান্নাকাটি আরম্ভ করবে।

ভোলার প্রবেশ। তাহার কাঁধে দু'খানি বাঁশ, কিছু বাখারী, কিছু দড়ি ও হাতে একখানি দা

কে রে! ভোলা এসেছিস্? নে দুটো মুড়ি খা—

রামলাল ভোলাকে মুড়ি দিল

ভোলা। দেন দাঠাকুর—

রাম। তুই ততক্ষণ গাছটার চারপাশে বেশ শক্ত করে বেড়া দিগে—আমি একটু পরে যাচ্ছি—

সুরধুনী। তুমি তাহলে এখন বাড়ী যাবে না?

রাম। না না, যাবনা তুই বেরো—

সুরধুনী। হুঁ, এখন পেট ভরেছে কিনা? দাঁড়াও না দেখাচ্ছি মজা! দিদিকে গিয়ে বলে দিচ্ছি—তুমি মুড়ি খেয়েছ।

রাম। তোমার গলা টিপে মেরে ফেলব রাক্ষুসী—

রামলাল সুরধুনীর গলা টিপিয়া দিতে গেল। ভয়ে সুরধুনীর প্রস্থান

ভোলা। নলেন গুড় আর আছে নাকি দাঠাকুর—

রাম। হুঁ, খুব লোভ দেখছি যে! একটু দিলাম কিনা! যা বাড়ীতে গিয়ে বৌদির কাছ থেকে চেয়ে নিগে যা—

ভোলা। আজকাল মাঠানের কাছে চাইতে কেমন যেন সরম নাগে। মাঠানের মা আমার মুখের দিকে যেন কেমনতর করে তাকায়! দেখলি ভয় নাগে!

রাম। দূর—দূর—ও ডাইনীকে আবার ভয় কিসের? বৌদির কাছে চাইবি—চাইলেই দেবে। যা তাড়াতাড়ি যা, নইলে গরু ছাগলে গাছটাকে মুড়িয়ে দেবে।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

শ্যামলালের বাড়ী। গোবিন্দ উঠানে অশ্বত্থগাছের ডাল পুঁতিয়া তাহার গোড়ায় জল ঢালিবার জন্য এক বালতি জল লইয়া টানাটানি করিতেছিল। ঘরের ভিতর হইতে দিগম্বরী তাহা লক্ষ্য করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং গোবিন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন।

দিগম্বরী। ও গাছ বাড়ীতে পুঁত্‌তে নেই—ওতে ভূত থাকে।

গোবিন্দ। কাকার গায়ে কি রকম জোর জান? ভূতকে তাড়িয়ে দেবে।

দিগম্বরী। মানুষ কখন ভূতের সঙ্গে পারে?

গোবিন্দ। না পারে না বৈকি! কাকার কাছে আমি কত ভূতের গল্প শুনেছি গো মশাই, কত ভূতের গল্প শুনেছি।

দিগম্বরী। লক্ষ্মী ছেলে! সোনা ছেলে, বাল্‌তিটা রেখে দাও তো ভাই।

গোবিন্দ। বারে—! গাছে জল দেব না?

দিগম্বরী। ছিঃ ভাই! উঠোনে কি জল ঢালে? কাদা হবে যে?

গোবিন্দ। উঠোনে ঢাল্‌ব কেন? আমি তো গাছে জল দেব।

দিগম্বরী। দুপুরবেলায় কি গাছে জল দেয়? এখন যে রোদ্দুর। সন্ধ্যেবেলায় গাছে জল দিও। এখন বরং কার্ত্তিক-গণেশকে দুটো মুড়ি খাইয়ে এস। লক্ষ্মী ছেলে—সোনা ছেলে।

গোবিন্দ। বেশ! সেই ভাল। সন্ধ্যেবেলায় কিন্তু গাছে জল দেব।

দিগম্বরী। দিও।

গোবিন্দর প্রস্থান ও দিগম্বরী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন

বাঁশ, কাটারী ও দড়ি লইয়া ভোলার প্রবেশ। উঠানে প্রবেশ করিয়া ভোলা সেগুলি নামাইয়া পরে খটাখট্ শব্দে বাঁশ কাটিতে আরম্ভ করিল। দিগম্বরী বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন

হ্যাঁরে—ও ড্যাক্‌রা? উঠোনের মধ্যে যে বাঁশ কাট্‌তে আরম্ভ কর্‌লি? পায়ে চট্‌া ফুটবে যে!

ভোলা। আমি ঝাঁট দিয়ে দেব গো দিদিমা, আমি ঝাঁট দিয়ে দেব।

দিগম্বরী। তোকে ঝাঁটও দিতে হবে না, বাঁশও কাট্‌তে হবে না। তুই উঠোনের বাইরে গিয়ে যা করবি—কর গে যা—

ভোলা। দা-ঠাকুরের গাছটায় বেড়া দিয়েই যাচ্চি। অত খ্যাঁক খ্যাঁক কর কেন?

দিগম্বরী। খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করি কেন? আরে মলো! উঠোনের মধ্যে অশথ গাছ তার আবার বেড়া? বেরো বলছি হতচ্ছাড়া—বেরো—

ভোলা। এ্যাঁ—তোমার কথায় গেলাম আর কি? দা-ঠাকুর বলে গেল বেড়াদিতি।

দিগম্বরী। দাদা-ঠাকুর বলে গেলো—আর আমি যে বারণ কচ্চি রে মুখপোড়া।

ভোলা। তোমার বারণ শোনে কেডা! দা-ঠাকুর বলে গেল বেড়া দিতি আর তোমার কথা শুনে কি পিঠের চামড়া খোয়াব?

ঘরের ভিতর হইতে নারায়ণীর প্রবেশ

দিগম্বরী। দেখ্ নারাণী চেয়ে দেখ্। তোর দেওরের কাণ্ডটা একবার দেখ্। উঠোনের মাঝে অশথ গাছ পুঁতে, বলে কিনা ছায়া হবে। আবার ওদিকে দেখ্ হারামজাদা ভোলার কাণ্ড! আস্ত বাঁশ কাট্‌তে আরম্ভ করেছে। বলে কিনা বেড়া দেওয়া হবে।

নারায়ণী। (ভোলার প্রতি) যা বেড়া দিতে হবে না।

ভোলা। আমায় যে দা-ঠাকুর বলে গেল মা-ঠান্—

নারায়ণী। বলুক, আমি বারণ কচ্ছি। (ভোলা বাঁশ কাটিতে লাগিল) ফের্ বাঁশ কাট্‌ছিস? বারণ করলাম গ্রাহ্য নেই—

ভোলা। কিন্তু আমায় যে দা-ঠাকুর গালাগাল কর্‌বে মা ঠান্?

নারায়ণী। আমি তাকে বলে দেব তুই যা—

বাঁশ কাটারী ইত্যাদি গোছাইয়া

ভোলা। মাঠান দা-ঠাকুর বল্লে, আপনার কাছ থেকে একটু নলেন গুড়ের পাটালি চেয়ে খাতি। দা-ঠাকুর একটু খাতি দিয়েলো—বড্ড ভাল নাগ্‌লো মা-ঠান্।

নারায়ণী। দাদাঠাকুর নলেন গুড়ের পাটালি খেতে দিলে!

ভোলা। আজ্ঞে হ্যাঁ মাঠান। পথে দা-ঠাকুর নলেন গুড় আর মুড়ি খাতিছিল। আমায়ও একটু দিয়েলো কিনা? বড্ড ভাল নাগলো মা-ঠান্। তাই দা-ঠাকুরের কাছে আর একটু চেয়েলাম—দা-ঠাকুরের কাছে আর ছেলনা কিনা—তাই বল্লে, আপনার কাছে চেয়ে নিতি।

নারায়ণী। ও আচ্ছা দাঁড়া।—সুরো—

সুরধুনীর প্রবেশ

ভোলাকে দুটো মুড়ি আর পাটালি গুড় এনে দেতো···

সুরধুনীর প্রস্থান

দিগম্বরী। আহাহা—আদর দেখে আর বাঁচিনে! তারি তো কাজ করেছেন, তাই আবার মুড়ি গুড় দেওয়া হচ্ছে! কেন? লোকজনকে এত আস্কারা দেওয়া কেন?

নারায়ণী। একে কি আস্কারা দেওয়া বলে মা? ক্ষিদের জিনিষ খেতে চাইলে তাই—

দিগম্বরী। কেন? গাঁয়ে কি আর গরীব দুঃখী নেই?

নারায়ণী। ওরাও যে সেই দলেরই মা!

একটী কাঠায় মুড়ি লইয়া সুরধুনীর প্রবেশ

সুরধুনী। পাটালি গুড় আর একটুও নেই দিদি!

নারায়ণী। সে কি! অতখানি গুড় সবটাই খেয়ে গেছে? নাঃ ওর জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মলাম। তবে আর কি হবে, মুড়ি ক'টাই ওকে ঢেলে দে।

ভোলা। তাই দাও দিদিঠান—তাই দাও। নেই তা কি হবে?

মুড়ি লইয়া ও বাঁশ কাটারী গুছাইয়া ভোলার প্রস্থান

নারায়ণী। দেখ্ সুরো, ভাঁড়ারে তালা দিয়ে দিগে—

সুরধুনী। সেই ভাল। তাহলে রামদা আজ খুব জব্দ হবে।

নারায়ণী। হ্যাঁ—যা।

সুরধুনীর প্রস্থান নারায়ণীও যাইতেছিলেন এমন সময় দিগম্বরী কহিলেন

দিগম্বরী। ঐখানেই তাহলে অশথ গাছ হবে?

নারায়ণী। ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? অত বড় গাছ কখনও বাঁচে? ও আপনিই শুকিয়ে যাবে।

দিগম্বরী। শুকুবে না ছাই হবে। ভাল চাস্ তো উপড়ে ফেলে দে—

নারায়ণী। বাপ্‌রে! তাহলে আর কারো রক্ষে থাকবে না!

দিগম্বরী। কেন? বাড়ী কি ওর একলার? যে মনে করলেই উঠোনের মাঝখানে একটা অশথ গাছ পুঁতে দেবে? তোরা কি কেউ নস্? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়? মাগো মা! অশথ গাছের ওপর রাজ্যের কাক, চিল, শকুন এসে বাসা করবে, হাড়-গোড় ফেলে নোংরা করবে। আমি তো নারাণী তাহলে আর এখানে থাকতে পারবোনা বাপু! ওকে তোদের এত ভয় কিসের জন্যে শুনি? আমার যদি বাড়ী হত নারাণী, তাহলে দেখ্‌তাম ও কত বড় বজ্জাত! একদিনে সোজা করে দিতাম।

নারায়ণী। ওর এখনও ছেলেমানুষী বুদ্ধি যাইনি মা। নইলে কি নিজের উঠোনে কেউ অশথ গাছ পোঁতে? দুদিন থাক্; তারপরে ও আপনিই ফেলে দেবে।

দিগম্বরী। ফেলে দেবে? ও কেন দেবে? আমি নিজেই দেবো।

দিগম্বরী গাছটীকে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলেন তাঁহাকে বাধা দিয়া

নারায়ণী। না মা ও কাজ করোনা। ওকে চেন না, আমি ছাড়া ওর দাদাও ছুঁতে সাহস করবেন না, আজকের দিনটা থাক্।

নারায়ণীর প্রস্থান

দিগম্বরী। থাকবে বৈকি? এই দিলাম ফেলে—দেখি ও কি করতে পারে?

গাছটীকে উপ্‌ড়াইয়া একপাশে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান

হরিহরের প্রবেশ

হরিহর। দা-ঠাকুর কই গো—দা-ঠাকুর—

সুরধুনীর প্রবেশ

সুরধুনী। কে হরিহর?

হরিহর। হ্যাঁ দিদিঠান।

সুরধুনী। রামদা তো বাড়ীতে নেই—

হরিহর। হাটে গিয়েছেন বুঝি দিদিঠান ?

সুরধুনী। জানি না—কেন ? কি দরকার ?

হরিহর। বড্ড দরকার দিদিঠান—বড্ড দরকার। আজ সকালে একটা নক্ষী-নারাণের গান বেঁধেছি। দা-ঠাকুরকে না শুনুয়ে সে গানটা নোকের বাড়ী গাইতে পারছি না। ওঃ—দা-ঠাকুর ভারী বুঝমান্ নোক গো—ভারী বুঝমান্ নোক।

সুরধুনী। কেন ? আমরা কি গান বুঝ্‌তে পারিনে ?

হরিহর। (লজ্জিত হইয়া) তা পারবে না কেন দিদিঠান—তা পারবে না কেন ? তবে কিনা দাদাঠাকুর গানের চরণ শুন্‌তি পেলেই, অম্‌নি বলে দেবে, কোন্ পালার কি গানের মত।

সুরধুনী। তা তোমার লক্ষ্মী-নারায়ণের গানটা গাওনা—শুনি। বুঝতে না হয় নাই পারব—তাই বলে কি শুনতেও নেই ?

হরিহর। তা থাকবে না কেন দিদিঠান ? তবে কিনা সম্মাই তো আর আমার গান পছন্দ করে না তাই—

সুরধুনী। আমি খুব পছন্দ করি হরিহর—

হরিহর। তুমি আর পছন্দ কর্‌বানা দিদিঠান ? আচ্ছা, তবে গাই—

গান

নক্ষী আর নারায়ণের গুণের কথা কইতে নারি ;
যেমন দেবা, তেমনি দেবী
হায় হায় ! সবাই বলে বলিহারী !
নক্ষী থাকেন প্যাঁচা নিয়ে—
নারায়ণ তারেই দিয়ে
কাজটি হাসিল করে ভাবেন,
হ'ল হায় ! কি ঝক্‌মারি।

একটি বাহন দু'টী জনার,
গুণের কথা কইব কি আর—
তাদের ঝগড়া যত, ভাবও তত—
তা হোক্—প্রাণটা ভাল বল্‌তে পারি॥

সুরধুনী। (গীতান্তে) এস হরিহর! ভাঁড়ারের চাবি খুলে, দুটো চাল বার করে দিই—

হরিহর। তা থাক্‌না দিদিঠান। আর একদিন এসে না হয় নিয়ে যাব।

সুরধুনী। না-না তা কি হয়—তুমি আমার সঙ্গে এস—

উভয়ের প্রস্থান

নেত্যর প্রবেশ সহসা গাছটীর প্রতি নজর পড়িতেই

নেত্য। যা সর্ব্বনাশ! একি! গাছটা কে উপ্‌ড়ে ফেলে দিলে? এ নিশ্চয় দিদিমার কাজ। যাই, মাকে গিয়ে খবরটা দিয়ে রাখিগে—নইলে গোবিন্দর গাছ দেখ্‌তে না পেলে—ছোটবাবু এসে আবার একটা তছ্‌নছ্‌ কাণ্ড বাধাবে—

নেত্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অপর দিক দিয়া রামের প্রবেশ

রাম। ব্যাপার কি! কারো সাড়াশব্দ নেই! গোবিন্দটাকেও ত' দেখ্‌তে পাচ্ছিনা—সব গেল কোথায়? (উচ্চৈস্বরে) নেত্য ও—নেত্য; আমায় খেতে দে; বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে—

নেত্যর প্রবেশ

নেত্য। ছোটবাবু! আজ আর হাঙ্গামা করোনা। বাবু রেগে আছে, মা উপোস করে গোবিন্দকে নিয়ে শুয়ে আছে। গোলমাল শুনে যদি উঠে আসে, তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে তা বলে দিচ্ছি—

প্রস্থান

চুপি চুপি সুরধুনীর প্রবেশ

সুরধুনী। রামদা! তোমার ক্ষিদে পেয়েছে? খাবে রামদা?

রাম। বেলা তিনটে বেজে গেল এখন জিজ্ঞেস্ কচ্ছে খাবে রামদা! ও নেত্য পোড়ারমুখী মরবে—মরবে—মরবে—

সুরধুনী। চুপ্! গোলমাল করনা। ঘরে ভাত ঢাকা আছে। ঘর খুলেদি চুপি চুপি খেয়ে চলে যাও—

রাম। কেন? আমি চোর নাকি?—

সুরধুনী। (হাসিয়া) হ্যাঁ চোরই তো—

রাম। কি? আমি চোর?

সুরধুনী। চেঁচামেচি করনা। শোন, দিদি ভাত বেড়ে ঘরে তালা দিয়ে রেখে গেছে। জামাইবাবু তোমায় আজ খেতে দিতে বারণ করেছেন। চুপি চুপি ঘর খুলে দি—খেয়ে পালাও। বলব, বেড়ালে খেয়ে গেছে।

রাম। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) তাই দে—ঘর খুলে দে—

সুরধুনী। এস আমার সঙ্গে।

উভয়ের প্রস্থান

দিগম্বরীর প্রবেশ

দিগম্বরী। ও সুরো—সুরো—ওরে ও মুখপুড়ী—

নেপথ্যে সুরধুনী। যাই মা—

দিগম্বরী। বলি কোন্ চুলোয় আছ? সবাই মিলে এমন করে জ্বালালে তো আর পারিনে বাপু!

সুরধুনীর প্রবেশ

বলি কোন্ চুলোয় ছিলে?

সুরধুনী। হরিহর এসেছিল কি না, তাই তাকে দুটো চাল দিতে গিয়েছিলাম।

দিগম্বরী। চাল দিতে গিয়েছিলে? বলি তোমার অত গিন্নিপনা করবার দরকার কি?

সুরধুনী। দুপুর বেলায় লোকটা ভিক্ষে চাইতে এল, শুধু হাতে ফিরিয়ে দেবো?

দিগম্বরী। হ্যাঁ দিবি। তোদের থাক্‌তো দিতিস্। পরের জিনিষ হাতে করে দিতে লজ্জা করে না ঝাঁটা-খাগী? কার জিনিষ তুই হাতে করে দিস্।

সুরধুনী। দিদিতো বলেন দিতে তাই—

দিগম্বরী। আহা! দিদি আর তোমার বল্‌বেন না কেন? এই বল্‌বেন দাও—তারপর বল্‌বেন ভাঁড়ারে চাবি দিতে। তখন—তখন কি হবে?

নারায়ণীর প্রবেশ এবং যেখানে গাছ পোঁতা ছিল সেদিকে লক্ষ্য করিয়া

নারায়ণী। একি! রামের গাছ কি হল মা?

দিগম্বরী। একটা গাছ পোঁতা নিয়ে আর অত আদিখ্যেতা করিসনি নারাণী!

নারায়ণী। আদিখ্যেতার কথা নয় মা—আমি শুধু অশান্তির কথাই ভাব্‌ছি।

সহসা রামলালের প্রবেশ

রাম। উঃ! আঃ! জ্বলে মলাম বৌদি—জ্বলে মলাম!

নারায়ণী। কি হল রে? কি হল?

রাম। তরকারীতে ভয়ানক ঝাল দিয়েছে—মুখ জ্বলে গেল! বৌদি, মুখ জ্বলে গেল!

নারায়ণী। তোকে যে আজ খেতে দেব না বলে দূর করে দিলাম; তুই খেতে এলি কেন রে হতভাগা?

রাম। আর খাবনা বৌদি—ওর রান্না আর কখনও খাব না—

নারায়ণী। মা বারবার করে বলি, তরকারীতে অত ঝাল দিওনা।—অত ঝাল খাওয়া এ বাড়ীতে কারো অভ্যেস নেই।

দিগম্বরী। ঝাল আবার কোথায়? দুটো লঙ্কা শুধু গুলে দিয়েছি, এতেই এত কাণ্ড!

রাম। দুটো লঙ্কা? কথনও নয়—মিথ্যুক্ কোথাকার—উঃ! জ্বলে মলাম! জ্বলে মলাম! যা তো—সুরো একটু গুড় এনে দেতো।

সুরধুনী গমনোদ্যত

দিগম্বরী। আবার কার হাঁড়ীতে হাত বাড়াতে যাচ্ছিস্?

সুরধুনী ফিরিল

রাম। আচ্ছা ওকে যেতে হবে না—আমিই যাচ্ছি। উঃ জ্বলে মলাম—ও ডাইনী বুড়ীর রান্না আর কথনও থাবনা—

বেগে প্রস্থান

দিগম্বরী। (সহসা কাঁদিয়া) ভাইরে কোথায় আছিস্—একবার ডেকে নে। আর সহ্য হয় না। আমি ডাইনী! আমাকে দূর করে দিতে বলে। আমি এমন মেয়ে জামাইয়ের ভাত খেতে এসেছি? এর চেয়ে ভিক্ষে করে থাওয়াও যে শত গুণে ভাল ছিল। সুরো, আয় মা যাই—এ বাড়ীতে আর আমরা জলস্পর্শ করব না—

সুরধুনীর হাত ধরিয়া গমনোদ্যত

নারায়ণী। মা যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তো ক্ষমা কর মা।

দিগম্বরী। না আর আটকাসনি নারাণী—যেতে দে। আমরা অনাহারে গাছতলায় মরবো সেও ভাল—তবু তোদের ভাত আর থাবোনা।

নারায়ণী। কার ওপর রাগ করে যাচ্ছ মা? আমরা কি অপরাধ করেছি?

দিগম্বরী। আমি কচি খুকী নই নারাণী? সব বুঝি। তোর ইসারা আর আস্কারা না থাকলে কি ওর অত সাহস হয়? আমি ডাইনী, আমাকে দূর করে দিতে বলে! বেশ তাই যাচ্ছি। আমরা তোদের আপদ-বালাই গলগ্রহ—পথ ছাড়্ বলছি—পথ ছাড়্—

নারায়ণী। মা আজকের মতন মাপ কর মা। আচ্ছা উনি আসুন, তারপর যা ইচ্ছে হয় করো।

দিগম্বরীকে বারাণ্ডায় বসাইয়া

যা ত সুরো, পাখা আর জল নিয়ে আয় ত—

সুরধুনী ঘরের ভিতর হইতে পাখা ও জল লইয়া আসিল। নারায়ণী দিগম্বরীর চোখে মুখে জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। একি! কি হলো?

নারায়ণী। কিছু হয়নি। তেতে পুড়ে এলে, যাও—যাও, জামা কাপড় ছাড়গে যাও।

দিগম্বরী। (কাঁদিয়া) আমি ডাইনী! তাই তোমার ভাই আমাকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিয়েছে। তাই দাও বাবা, আমাদের তাড়িয়েই দাও—তিনকূলে আর কেউ নেই, তাই তোমার আশ্রয়ে এসেছিলাম।

শ্যাম। (নারায়ণীর প্রতি) মার খাওয়া হয়েছে?

নারায়ণী। না।

শ্যাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি ওর ব্যবস্থা কচ্ছি। যান—আমি বলছি যান—যাহোক দুটো মুখে দিনগে নইলে আমার গোবিন্দর অকল্যাণ হবে।

দিগম্বরী। ওই ছেলেটার জন্তেই ত' আরো জড়িয়ে পড়েছি বাবা। তাই ঝাঁটা লাথি খেয়েও—

শ্যাম। আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি মা। যাহোক দুটো মুখে দিন গে—আমি এর একটা বিহিত করবোই—

নারায়ণী। যাও মা—তুমি না খেলে, তোমার জামাইও দাঁতে কুটো কাটবেন না। সুরো, মাকে নিয়ে যা ভাই, আমি যাচ্ছি—

সুরধুনী ও দিগম্বরীর প্রস্থান

শ্যাম। দেখ আর আমার সহ্য হয় না। রেমোকে নিয়ে আর আমার বাস করা চলে না।

নারায়ণী। কি যে বল ?

শ্যাম। ঠিকই বলছি। ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে। তোমার মা আমাকে আজ চার পাচ দিন ধরে ক্রমাগত বলছেন—রাম ওঁকে কারণে—অকারণে যখন তখন অপমান করে। আমি পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে, বিষয়-আশয় সমস্ত ভাগ করে, ওকে আলাদা করে দেবো।

নারায়ণী। রামকে আলাদা করে দেবে! ওর এখনও ছেলেমানুষী যায়নি। ও বিষয়-আশয় নিয়ে কি করবে শুনি ?

শ্যাম। বিষয়-আশয় নিয়ে কি করবে সে ওই জানে।

নারায়ণী। ও জানে না, আমি জানি। কিন্তু মা বুঝি তোমাকে ক্রমাগত ঐ কথাই বলে বেড়াচ্ছেন।

শ্যাম। (লজ্জিত হইয়া) না উনি কিছু বলেন নি—লোকেরও তো চোখ আছে গো! তুমি কি মনে কর আমি কিছুই দেখতে পাইনে, না শুন্‌তে পাইনে—

নারায়ণী। না, আমি তা মনে করি না। কিন্তু ওর কে আছে ? কাকে নিয়ে ও পৃথক হবে ? মা আছে, না বোন আছে—না একটা মাসী পিসী আছে ? কে ওকে দুটো রেঁধে খাওয়াবে ?

শ্যাম। সে সব আমি জানিনা। ও যেমন করে পারে চালাক, ওর ভার আর আমি নিতে পারব না।

নারায়ণী। দেখ তের বছর বয়সে মেয়েরা যখন পুতুল খেলে বেড়ায়, তখন মা আমার মাথায় সমস্ত সংসারটা চাপিয়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে স্বর্গে চলে গেছেন। তিনি দেখছেন, এ ভার আমি বইতে পেরেছি কি না। রেঁধেছি, বেড়েছি, ছেলে মানুষ করেছি, লোক লৌকিকতা, কুটুম্ব-সংসার—সমস্ত একটা মাথায় বয়ে আজ আধবুড়ো মাগী হয়েছি। এখন

আমার ঘর-কন্নার মধ্যে যদি হাত দিতে আস,—আমি তোমাকে সত্যি বল্‌ছি—নদীতে ডুবে মরব। তখন রামকে আলাদা করে দিও—যেমন ইচ্ছে সংসার কর—আমি বলতেও যাব না—দেখতেও যাব না।

কাঁদিয়া ফেলিলেন

শ্যাম। (বিরক্তভাবে) তোমাদের যা খুসি কর। কিন্তু আমায় যেন আর কথা শুনতে না হয়।

প্রস্থান

রামের প্রবেশ

রাম। খেতে দাও বৌদি, খেতে দাও—

নারায়ণী। (নিরুত্তর)।

রাম। বা রে! আমার বুঝি ক্ষিদে পায়না?

নারায়ণী। আমাকে বিরক্ত করিসনে রাম—

রাম। না করবে না বৈকি! তুমি আমাকে খেতে দাও—

নারায়ণী। আমি পার্‌ব না! নেত্য আছে, তাকে বলগে যা—

রাম। কেন? নেত্যকে বল্‌তে যাব কেন? তোমাকেই খেতে দিতে হবে।

নারায়ণী। আমি পারব না।

রাম। কি? পারবে না? চল্‌লুম—আমি চাইনে—চাইনে খেতে—

গমনোদ্যত

নারায়ণী। তোর হাত থেকে যে কতদিনে নিষ্কৃতি পাব আমি কেবল তাই ভাবি। এত লোকের মরণ হয়, আমার মরণ হয় না?

কাঁদিয়া ফেলিলেন

রাম। ওকি বৌদি কেঁদে ফেল্লে যে! (নারায়ণীর নিকট বসিয়া) আমি আর রাগ কর্‌বনা বৌদি—সত্যি বল্‌ছি—আমার ক্ষিদে পায় নি।

নারায়ণী। আমিও সত্যি বল্‌ছি রাম, আমার আর একদণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছে নেই—

রাম। কি যে বল বৌদি, তার ঠিক নেই। দাঁড়াও—আগে দাঁত পড়ুক, চুল পাকুক, তবে তো?

নারায়ণী। চুল না পাকতেই আমি একদিন নদীর জলে ডুবে মরব। নাইতে যাব, আর ফিরে আসব না।

রাম। কেন? কি করেছি বৌদি? আর কিছু করব না বৌদি—

নারায়ণী। না, করবি না। আমার মাকে তুই দেখতে পারিস না, দিনরাত ঝগড়া করিস্‌। সেদিন তুই টের পাবি—যেদিন আর ফিরব না।

রাম। কিন্তু ও আমাকে অমন করে বলে কেন?

নারায়ণী। বললেনই বা। উনি আমার মা, তোরও তো গুরুজন। আমাকে যেমন তুই ভালবাসিস্‌—ওঁকেও তেমনি ভালবাস্‌বি।

রাম। হ্যাঁ বাস্‌বো? ও ডাইনীর আমি গলা টিপে দেবো—

নারায়ণী। চুপ্‌ কর্‌ হতচ্ছাড়া—চুপ্‌ কর্‌। উনি আমার মা যে!

রাম। তোমার মা তা আমার কি? আমাদের বাড়ীতে এসে, আবার আমাকেই জব্দ করবার চেষ্টা!

নারায়ণী। রাম তোর আর এখানে থেকে কাজ নেই ভাই; তুই আলাদা কোথাও থাকগে—

রাম। বেশ তো! বেশ তো! তুমি আমি গোবিন্দ আর ভোলা। সেই ভাল, চল বৌদি আমরা আলাদা থাকিগে। তা কখন যাবে বৌদি?

নারায়ণী। আমরা কেউ তোর সঙ্গে থাকব না। তোকে একলা থাকতে হবে।

রাম। না তা আমি থাকতে পারব না।

নারায়ণী। বেশ, তাহলে তুই এখানে থাক্‌। আমার যেদিকে দু'চোখ যায় আমি চলে যাব।

রাম। তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব।

নারায়ণী। তুই কি টের পাবি আমি কখন যাব? আমি লুকিয়ে চুপি চুপি চলে যাব।

রাম। আর গোবিন্দ? গোবিন্দ কোথায় থাকবে?

নারায়ণী। সে তোর কাছে থাকবে। তুই তাকে মানুষ কর্‌বি।

রাম। আমি মানুষ কর্‌ব? ও বাবা! ওসব আমি পারব না!

নারায়ণী। কেন পারবি না? তোর ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে, যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব—

রাম। আচ্ছা, আর যদি তোমার মাকে কিছু না বলি?

নারায়ণী। তাহলে যাব না। তোকেও আর গোবিন্দকে মানুষ করতে হবে না।

রাম। বেশ! সেই ভাল। আজ থেকে তুমি দেখ, আমি আর কথাটি কইব না। চল খেতে দেবে চল—

নারায়ণী। চ, ভাত খাবি চ—

নারায়ণীর সহিত রামলাল গমনোদ্যত—সহসা
গাছটার প্রতি নজর পড়িতেই—

রাম। একি বৌদি! গাছটা কে ফেলে দিয়েছে?

নারায়ণী। আমি ফেলে দিয়েছি।

রাম। তুমি গাছ ফেলে দিয়েছ?

নারায়ণী। হ্যাঁ।

রাম। কখ্‌খনো নয়—

নারায়ণী। আমি বল্‌ছি, আমি ফেলে দিয়েছি—আর তুই বল্‌বি না?

রাম। আমার গাছ তুমি ফেলে দিয়েছ? এ কখনই হতে পারে না। এ ঐ ডাইনীবুড়ীর কাজ—

নারায়ণী। কেন্ তুই আমার মাকে যা তা বলছিস্? এই না বল্‌লি আর কিছু বল্‌বি না—

রাম। তা ও আমার গাছ ফেলে দিলে কেন?

নারায়ণী। বল্‌ছি না—মা ফেলে দেন্‌নি আমিই ফেলে দিয়েছি।

রাম। কেন ফেলে দিয়েছ?

নারায়ণী। বেশ করেছি ফেলে দিয়েছি।

রাম। কি? বেশ করেছ? তোমার গাছ?

নারায়ণী। উঠোনের মাঝে ছাইভস্ম গাছ এনে পুঁত্‌বি, আর কাক শকুনে এসে বাসা বাঁধবে!

রাম। কি? অশথ গাছ, ছাই গাছ? বেশ তো ছায়া হতো—

নারায়ণী। ছায়া তো হতো, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে অশথ গাছ পুঁত্‌লে কি হয় জানিস্।

রাম। কি হয়?

নারায়ণী। বাড়ীর বড় বৌ মরে যায়—

রাম। (আশ্চর্য্য হইয়া) মরে যায়! সে আবার কি!

নারায়ণী। হ্যাঁরে হ্যাঁ, মঙ্গলবারে অশথ গাছ পুঁত্‌লে, বাড়ীর বড় বৌ মরে যায়। পাঁজীতে লেখা আছে, দেখগে যা মুখপোড়া—

রাম। কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই তো বৌদি?

নারায়ণী। না।

উপ্‌ড়ান গাছটাকে লইয়া রামলাল বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিল

রাম। দূর্ তোর অশথ গাছ—তা বেশ করেছ! বেশ করেছ। এস এখন খেতে দেবে এস—



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্যামলালের বাড়ী। আজ উঠানের মাঝে একটি চাঁদোয়া টাঙান হইয়াছে। একটি ঘরের বারান্দায় বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আয়োজন ও গোছগাছ লইয়া নারায়ণী ব্যস্ত। আজ তাঁহার মাতামহ অর্থাৎ দিগম্বরীর পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। ব্যস্তভাবে রামলাল প্রবেশ করিয়া নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল।

রাম। বৌদি? গোবিন্দটা কোথায় বলতো?

নারায়ণী। গোবিন্দ? অনেকক্ষণ তাকে তো দেখিনি।

রাম। সে কি করেছে জান?

নারায়ণী। কি করেছে?

রাম। কোথা থেকে দুটো ঘুমুর এনে ভোলাকে দিয়ে বলেছে, এই দুটো কার্ত্তিক-গণেশের গলায় পরিয়ে দে। সাঁতরারা ঐ বাছুরটার গলায় ঘুমুর বেঁধে দিয়েছে কিনা? তাই দেখে ওরও খেয়াল হয়েছে কার্ত্তিক-গণেশের গলায় ঘুমুর বাঁধবে। আচ্ছা, বলতো বৌদি, মাছের গলায় ঘুমুর বাঁধলে সে কি জলের মধ্যে বাজে? একি বাছুর যে ডাঙ্গায় লাফাবে আর ঝুমুর ঝুমুর করে বাজবে?

নারায়ণী। (হাসিয়া) তোরই তো ভাই পো তার আর কত বুদ্ধি হবে বল?

রাম। না বৌদি, আমি কিন্তু গোবিন্দটার মত অত বোকা ছিলাম না।

নারায়ণী। ছিলিনে আবার! তোর ছিল আরো ছিষ্টিছাড়া বায়না। দুটো বেলা আমি নিজে হাতে ভাত না খাইয়ে দিলে খেতিস্ না। আর এই নিয়ে নিত্যি বায়না লেগেই থাকতো। এই জন্যে একদিন রাত্তে আমার কাছে কি মারই না খেয়েছিলি? মনে আছে?

রাম। মনে নেই আবার। বোধহয় পিঠে এখনও সে মারের দাগও আছে

সে কথা মনে করলেও ভয় লাগে! কিন্তু তোমারও কেমন হয়েছিল? আমায় না মেরে ধরে, শেষে নিজেই ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে বস্‌লে—

নারায়ণী। যা যা বকিস্ নে—

রাম। এখন নিজের কথা বলেছি কিনা? অমনি বকিস্‌নে—কিন্তু গোবিন্দটা কোথায় গেল বল দিকি? মহা মুস্কিলে ফেল্লে তো!

নারায়ণী। দেখ্‌গে হয়তো সে এতক্ষণ ভোলার বাড়ীতে গিয়েছে।

রাম। সেই জন্যে তো আরো ভয় করছে গো! ভোলার তো কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই। গোবিন্দটার কথায় হয়তো সে জলে নামবে। কিন্তু আমি ঠিক বলছি বৌদি, ভোলা যদি গোবিন্দর কথায় জলে নেমে ঘুমুর পরাতে যায়; তাহলে কর্ত্তিক-গণেশের ঝাপ্‌টায় ভোলা আজ মরে যাবে। জলের মধ্যে মাছের গায়ে যে কি রকম জোর ভোলাটা তো তা জানে না। ভোলা আজ মরে যাবে।

নেত্যর প্রবেশ

নেত্য। ছোটবাবু তুমি একবার শিগ্‌গীর পুকুরপাড়ে যাও। দেখ গে খোকাবাবু কি কাণ্ড করছে!

রাম। ভোলাকে ডেকে এনেছে বুঝি?

নেত্য। হ্যাঁ গো। ভোলাকে ডেকে এনে বলে, তুই জলে নেমে কার্ত্তিক গণেশের গলায় ঘুমুর পরিয়ে দে; চিহ্ন হয়ে থাকবে, তাহলে আর কেউ ধরতে পারবেনা আর আমি ততক্ষণ মুড়ি দিয়ে ওদের ডাকি—

রাম। দেখ্‌লে তো বৌদি, দেখ্‌লে তো? তা ভোলা জলে নেমেছে তো?

নেত্য। ভোলা কিছুতেই জলে নামতে চাইছে না। বলছে ওরা ঝাপ্‌টা দিলে লাগবে।

রাম। শুধু লাগবে? মরে যাবে যে! ও দুটো কি আর মাছ আছে? খেয়ে খেয়ে কুমীর হয়ে গেছে! দেখলে তো বৌদি, এখন কি করি?

নেত্য। সুরমাসীও খোকা বাবুকে কত বোঝাচ্ছে—কিন্তু সে শুন্‌ছে না ?

নারায়ণী। দেখ্‌ রাম, তুই এক কাজ কর। গোবিন্দ যখন আব্দার ধরেছে—তখন ও সহজে ছাড়বেনা। তুই যা—গিয়ে বল্‌গে যা—যদি কর্ত্তিক গণেশের কান্‌কোর ভেতর ঘুমুর ঢোকে, তাহলে কার্ত্তিক-গণেশ আর বাঁচবেনা !

রাম। ঠিকই তো, সেও ত একটা কথা বটে। আচ্ছা আমি যাই।

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

নারায়ণী। তুইও যা নেত্য। আমার নাম করে গোবিন্দটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাঠিয়ে দে। নইলে ও যখন বায়না ধরেছে, তখন ওকে ঠাণ্ডা করা শক্ত।

নেত্য। আচ্ছা আমি যাচ্ছি মা।

গমনোদ্যত

নারায়ণী। আর দেখ্‌, ভূতোকে অমনি একবার ডেকে দিয়ে যাস্‌ তো। বল্‌বি, সে যেন জালটা নিয়ে আসে।

নেত্য। আচ্ছা মা।

প্রস্থান

বাড়ীর ভিতর হইতে জামা গায়ে দিতে দিতে শ্যামলালের প্রবেশ

নারায়ণী। কিছু মুখে না দিয়ে বেরুচ্ছো যে ?

শ্যাম। এখুনি ফিরে আসব গো, এখুনি ফিরে আসব। আজকে তোমার দাদাম'শায়ের বাৎসরিক কাজ,হাজরহোক তিনি স্বর্গগত বুড়ো মানুষ— বেশী বেলায় পুরুত এলে পিণ্ডিটা গিলতে দেরী হবে—পিত্তি পড়বে যে !

নারায়ণী। (হাসিয়া) যাও বকোনা। এই সাতসকালে বেরুচ্ছ—কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। যা হোক্‌ কিছু মুখে দিয়ে যাও—

শ্যাম। না না, আমি এখুনি ফিরে আসবো—পুরুতকে একটু সকাল সকাল

আসতে বলে এখুনি ফিরে আসছি। তা এদিকের গোছগাছ ঠিক হয়েছে তো ?

নারায়ণী। হ্যাঁ।

শ্যাম। আর ব্রাহ্মণ ভোজনের মাছের কি ব্যবস্থা করলে ?

নারায়ণী। নেত্যকে পাঠিয়েছি ভূতোকে ডেকে আনবার জন্তে—

শ্যাম। বেশ করেছ, বেশ করেছ।

গমনোদ্যত

নারায়ণী। ওখান থেকে, অমনি কাছারী চলে যেওনা যেন। যাহোক্ কিছু খেয়ে তারপর যেও—

শ্যাম। আচ্ছা গো আচ্ছা, তাই হবে।

প্রস্থান

অপর দিক দিয়া ভূতোবাগ্দীর প্রবেশ

ভূতো। আমায় ডেকেছেন মাঠান্।

নারায়ণী। হ্যাঁ, এখুনি আমাদের ঐ ছোট পুকুরটা থেকে দুটো আড়াই সের ওজনের মাছ ধরে দিতে হবে। পারবি তো ?

ভূতো। তা আর কেন পারব না মাঠান।

নারায়ণী। বেশ, তাহলে ছোট পুকুরটায় জাল ফেল্‌গে যা—

ভূতো। ছোট পুকুরটা বড় নোংরা মা। দামে ভর্তি। তা এই বাড়ীর কাছের বড় পুকুরটায় জাল ফেল্‌লে হয় না ?

নারায়ণী। নারে না! অমন কাজ করিস্‌ নে। তোর দা'ঠাকুর রাগ করবে। ছোট পুকুরটা থেকে যাহোক্ দুটো মাছ ধরে দিস্।

ভূতো। আচ্ছা তাই দেব মা।

নারায়ণীর প্রস্থান। ভূতো গমনোদ্যত সহসা দিগম্বরী পিছন হইতে ডাকিলেন—

দিগম্বরী। এই ভূতো শোন—

ভূতো। আমারে ডাকলে বুড়োমা ?

দিগম্বরী। হ্যাঁ। দেখ্‌, বড় পুকুরটাতেই জাল ফেলিস্‌—

ভূতো। কিন্তু মাঠান যে মানা করে গেল বুড়োমা!

দিগম্বরী। তা করুক্‌। আমি বল্‌ছি তুই বড় পুকুরেই জাল ফেলিস্‌।

ভূতো। দা'ঠাকুর যদি দেখ্‌তি পায়?

দিগম্বরী। তোর দাদাঠাকুর দেখতে পাবেনা। (আঁচল হইতে একটী সিকি বাহির করিয়া) আর শোন, এই সিকিটা আমি তোকে দিচ্ছি, তোর ছেলে মেয়েকে খাবার কিনে দিস্‌। ঐপুকুরের ঘাটে যে দুটো বড় মাছ ঘুরে বেড়ায়, তারই একটা কিন্তু তোকে তুলে দিতে হবে! কি পারবি তো?

ভূতো। তা আর কেন পারব না। আচ্ছা তাই হবে। তুমি আমার ছেলে মেয়েদের খাবার কিনে দিতে পয়সা দিলে, আর তোমার কথা শোন্‌ব না? তাহলে আসি বুড়োমা। পেন্নাম।

প্রস্থান

দিগম্বরী। সুরো—ও, সুরো—

নারায়ণীর প্রবেশ

সুরো কোথায় গেলরে নারাণী?

নারায়ণী। বড় পুকুরে।

দিগম্বরী। বড় পুকুরে কেন? একবার তো নেয়ে এসেছে। সেখানে আবার কি?

নারায়ণী। তোমার নাতি বায়না ধরেছে মা! বলে, কার্ত্তিক-গণেশের গলায় ঘুমুর পরাবে। তাই তাকে বোঝাচ্ছে।

দিগম্বরী। সে কি লো? মাছের গলায় ঘুমুর পরাবে কি বল্‌?

নারায়ণী। ওর কথা আর বলোনা মা। যেমন ও তেমনি ওর কাকা।

দিগম্বরী। তা যা বলেছিস্‌। ওই ছোঁড়াটাইতো ওর মাথাটা খেলে!

নারায়ণী। না মা, রাম ওকে সত্যিই ভালবাসে।

দিগম্বরী। ভালবাসে তা জানি। কিন্তু ওতো ভালবাসা নয়, ওযে আস্কারা দেওয়া। যত বড় হবে, তত বেয়াড়া হয়ে যাবে যে !

নারায়ণী। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সবই শুধরে যাবে মা।

দিগম্বরী। না না, ও ভাল কথা নয়। শেষে আমার গোবিন্দ যে তোর দেওরের মত হবে, সে আমি কখনই সহ্য করতে পারবো না। ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখ্‌বে, মানুষ হবে।

নারায়ণী। লেখা পড়া শিখ্‌লেই কি সকলে মানুষ হয় মা ? লেখা পড়া শিখেও যারা অমানুষ হয়েছে, তারা আমার রামের মতন হয়নি সত্যি, —কিন্তু তাদের কাছে আমার রাম পাকা সোনা। এতে তামার খাদ নেই—তাইতো ভাবি, গোবিন্দও যদি ওর আওতায় অমানুষ হয়, তো হোক্—কিন্তু ও যেন খাঁটী থাকে।

দিগম্বরী। তোর সবই উল্টো ! ভদ্রলোকের ছেলে লেখা পড়া শিখ্‌বে, মানুষ হবে, এইতো আমরা জানি। তা নয়, বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াবে, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে, সেইটাই কি ভাল ? ঝাঁটা মারি অমন মানুষ হওয়ার মাথায় !

নারায়ণী। সংসারে কি ভাল কি মন্দ জানিনে মা। কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসা যেখানে গিয়ে পড়ে—মনে হয়, সেখানকার সব কিছুই ভাল। তার মধ্যে বুঝি কিছুই মন্দ নেই ! তাই ভাবি, আমার গোবিন্দ যে গাছটাকে সত্যি ভালবেসে আঁকড়ে ধরেছে—তা যদি শিমুলগাছও হয় হোক্ ! কাঁটা বেঁধে বিঁধুক—তবু আমি তার বিশ্বাসে যেন আঘাত না দিই—

প্রস্থান

দিগম্বরী। তাহলে ঐ বিশ্বাস নিয়েই থাক্। ছেলে বেয়াড়া হোক্; দেওরের নামে যেমন পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে যাচ্ছে—তেমনি ছেলের নামেও বলুক। জানিনে বাবু—

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অপরাহ্ণ। শ্যামলালের বাড়ীর খিড়কী। খিড়কীর সম্মুখের পল্লীপথ ধরিয়া জনৈক কৃষক গান গাহিতেছিল

গীত



মানিনী মান ভাঙ্ গো
একুল-ওকুল মজায়ে
শ্যাম আছে দাঁড়ায়ে
কদম্বেরই মূলে গো—
মান ভাঙ গো।
ও তার মানের বাঁশী
বাজে নাক আর
কলঙ্কিনী রাধে তুই
কর্‌লো অভিসার—
বাঁশী বাজে নাকো আর
মাথা খাস্ মানের বালাই ছাড়্‌লো
মান ভাঙ্‌লো—

গীতান্তে কৃষকের প্রস্থান

অপরদিক দিয়া সুরধুনী ও রামলালের প্রবেশ। উভয়ের কোঁচড়ে পেয়ারা। পেয়ারা লইয়া উভয়ে কাড়াকাড়ি করিতেছিল

রাম। এই নে—আর চাস্‌নে কিন্তু—

সুরধুনী। না, আর চাইব না। দেখি, তুমি কতগুলো রেখেছ?

রাম। কেন আবার দেখ্‌বি কেন? অতগুলো দিলুম তাতে হলোনা?

সুরধুনী। বড় বড় গুলো নিজে না নিয়ে, ছোট ছোট গুলো আমায় দিলে।

রাম। এই দেখনা কোথায় বড়?

কোঁচড় দেখাইল সহসা সুরধুনী একটি পেয়ারা তুলিয়া লইয়া

সুরধুনী। এই তো—এই তো!

রাম। ওটা নিস্‌না বলছি সুরী !

সুরধুনী। না, আমি নেব। তোমার তো আরো কত বড় বড় পেয়ারা রয়েছে—

রাম। তাতে তোর কি ? আমি যদি না দি। দে বল্‌ছি—

সুরধুনীর হাত হইতে পেয়ারাটী কাড়িয়া লইল

সুরধুনী। না দাওতো আর কি করব ! আমি কি ওটা নিজে খাব বলে চেয়েছিলুম ?

রাম। না নিজে খাবি না বৈকি ?

সুরধুনী। সত্যি বল্‌ছি রামদা, আমি ওটা গোবিন্দর জন্য চাইছিলুম—

রাম। ও গোবিন্দর জন্যে চাইছিলি ? আচ্ছা তবে নে-নে—

পেয়ারাটী ফিরাইয়া দিল

ভোলার প্রবেশ

ভোলা। দা'ঠাকুর এ দুপুর রোদে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে ?

রাম। এই সুরীর জন্যে দুটো পেয়ারা পেড়ে দিলাম কিনা !

সুরধুনী। মিথ্যুক্ ! আমার জন্যে ? না ভোলা, রামদা পেয়ারা পাড়ছিল —আমি এলুম, তাই মোটে দুটো দিলে ? আর তোমায় বল্‌ছে যে আমার জন্যে পেয়ারা পাড়ছিল। বুঝ্‌লে, রামদার সব মিথ্যে কথা।

ভোলা। দাও দা'ঠাকুর দাও। দিদিঠাকরুণরে আর দুটো দাও—

রাম। না, আমি আর ওকে দেবো না। নে, তুই একটা পেয়ারা খা—

ভোলাকে একটী পেয়ারা দিল

ভোলা। তা দ্যাও ! নাও—দিদিঠাকরুণ তুমি খাও—

ভোলা পেয়ারাটী লইয়া সুরধুনীকে দিয়া দিল

রাম। তুই ওকে দিলি কেন ?

ভোলা। তাতে কি হলো ? এবার মিটে গেল। যাও—দিদিঠাকরুণ পালাও—পালাও—

পেয়ারা লইয়া সুরধুনীর প্রস্থান

রাম। আমি ওটা দেবনা তো—কিছুতেই দেব না—

ছুটিয়া রামলালের প্রস্থান

সহসা পুকুরে জাল ফেলার শব্দ হইল

ভোলা। কেডারে! পুকুরে জাল ফেলে কেডা?

নেপথ্যে ভুতো। সে খবরে তোর কাজ কিরে?

ভোলার ছুটিয়া প্রস্থান ও অল্পকাল পরেই জলের মাছসহ

ভুতোকে ধরিয়া ভোলার প্রবেশ

ভোলা। এই ভুতো—মাছটা জলে ছেড়ে দে বল্‌ছি—শিগ্‌গীর ছেড়ে দে!

ভুতো। হেঃ, তোমার কথায় আমি ছেড়ে দেলাম আর কি!

ভোলা। কি ছেড়ে দিবিনে?

ভুতো। মাছটা ছেড়ে দেব ত—বামুন খাওয়াবে কিসি?

ভোলা। কেন পুকুরে কি আর মাছ নেই?

ভুতো। মাঠাকরুণ এই মাছটারে ধরতে বলেছে।

ভোলা। কি? মাঠাকরুণ দাদাঠাকুরের গণেশকে ধরতে বলেছে? তুই চ—আগে দা-ঠাকুরের কাছে চ—

ভুতো। ছেড়ে দে বল্‌ছি—ছেড়ে দে—

ভোলা। তোমারে ছেড়ে দেব সুমুন্দি? দাঁড়া আগে দা'ঠাকুর আসুক। তারপর তোর মজা দেখাচ্ছি।

ভুতো। আমি কি চুরি করেছি?

জাল ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল

ভোলা। চুপ্‌ মেরে থাক্‌। আবার জোর দেখাচ্ছে!

ভুতো। কি—মারবি নাকি?

ভোলা। তবে রে সুমুন্দি—

মারিতে উদ্যত

ভুতো। গায়ে হাত দিলে জান রেখে যেতে হবে বলে দিচ্ছি—

ভোলা। এঁ্যা—আবার চোখ রাঙাচ্ছে! দাঁড়া, আগে দা'ঠাকুর আসুক। তারপর তোরে একে কিলি নেব।

ঘুঁসি পাকাইল

ভূতো। কি মারবি? তবে রে সুমুন্দি!

ভোলা। গায়ে হাত তুলিসনে খবরদার বল্‌ছি!

ভূতো। তুই আমার জাল ছেড়ে দে—

ভোলা। জাল ছেড়ে দেব? তুই আমার দা'ঠাকুরের গণেশরে ধরলি কেন তাই আগে বল?

ভূতো। মাঠাকরুণ বলেলো—তাই ধরেছি—

ভোলা। মাঠাকরুণ বলেছে—মিথ্যুক কোথাকার!

ভূতো। জাল ছেড়ে দিয়ে কথা কইবি ভোলা—

ভোলা। জাল ছেড়ে দেব—চ আগে দা'ঠাকুরের কাছে চ। তারপর তোর মজা দেখাচ্ছি—

ভূতো। দা-ঠাকুরের কাছে যাবে? কেন? আমি কি চুরি করিছি নাকি?

ভোলা। হ্যাঁ করিছিস। কেন গণেশরে ধরেছিস্?

ভূতো। বেশ করেছি ধরিছি। ছেড়ে দে বল্‌ছি—ছেড়ে দে—

ভোলা। তুই আগে দা-ঠাকুরের কাছে যাবি, তবে ছাড়ব—

ভূতো। কি ছাড়বিনি?

ভোলা। না। মেলা জোর ফলাস্‌নে ভূতো—ভাল হবেনা বলে দিচ্ছি—

ভূতো। তবেরে সুমুন্দি—

ভোলাকে ফেলিয়া দিয়া জাল ছিনাইয়া লইয়া ভূতোর প্রস্থান

ভোলা। আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি—দা-ঠাকুর—দা-ঠাকুর—শীগ্‌গির এসো—শীগ্‌গির এসো—

রামলালের প্রবেশ

রাম। কার সঙ্গে ঝগড়া করছিলি রে ভোলা ?

ভোলা। এয়োচ ? এয়োচ দাঠাকুর ? ভূতো তোমার সর্ব্বনাশ করেছে !

রাম। কি রে ! কি করেছে ?

ভোলা। বামুন খাওয়ানোর জন্যে তোমার গণেশকে ধরেছে !

রাম। সে কি ! আমার গণেশকে ধরেছে !

ভোলা। হ্যাঁ দাদাঠাকুর !

রাম। চ'তো—চ'তো আমি দেখি।

উভয়ের ছুটিয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামলালের বাড়ী। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেরই অনুরূপ। দিগম্বরী পিতৃ-শ্রাদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন লইয়া ব্যস্ত। জালে করিয়া একটি বৃহৎ মাছ লইয়া ভূতো হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল। উঠানের মাঝে, চাঁদোয়ার নীচে সে মাছটাকে নামাইল

ভূতো। এই নাও বুড়ী মা, তুমি যে মাছটারে ধরতে বলেছিলে, সেইটেই এনেছি—

সহসা অপরদিক দিয়া নেত্যর প্রবেশ। মাছটি ভাল করিয়া দেখিয়া—

নেত্য। হ্যাঁরে ভূতো, একে ঘাটে ধরিস্‌নিতো ? এ ছোটবাবুর কার্ত্তিক গণেশের একটা নয় তো ?

ভূতো। হ্যাগো—এ ঘেটো রুই—বড় জবর রুই।

নেত্য। (ভাল করিয়া দেখিয়া) এ তো কার্ত্তিক-গণেশের একটা বলেই মনে হচ্ছে ! আচ্ছা দিদিমা, পাড়ার লোক জানে, ছোটবাবুর কার্ত্তিক-গণেশের কথা। তুমি কি বলে এ মাছ ধরালে ! ধন্যি যা হোক্

মায়ার শরীর! বলি, দুটো তিনটে পুকুরে কি আর মাছ ছিল না? দশটা লোক খাবে, তা এত বড় মাছেই বা কি হবে শুনি? লুকিয়ে ফেল—লুকিয়ে ফেল—। ছোটবাবু কোথায় গেছে, এসে দেখতে পেলে, আর রক্ষে রাখবে না।

দিগম্বরী। জানিনে বাপু অতশত। একটা মাছ ধরেছে—তা সাতগুষ্টি মিলে করছে দেখনা? লুকিয়ে তো ফেলব, তা বলি বামুন খাবে না?

নেত্য। তোমার বামুন খাবে তো দুটো আড়াইটের সময়, ঢের সময় আছে। ছোটবাবু এসে দেখতে পেলে, একটা হৈ হৈ কাণ্ড বাঁধাবে।

ছুটিয়া ভোলা ও রামলালের প্রবেশ

ভোলা। ঐ দেখ—ঐ দেখ—দা-ঠাকুর তোমাদের উঠোনে তোমার গণেশ!

রামলাল ছুটিয়া আসিয়া মাছটির উপর আছড়াইয়া পড়িল! পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া

রাম। হ্যাঁরে ভূতো তুই ভেবেছিস্ কি?

ভূতো। আমার কোন দোষ নেই দা-ঠাকুর, বুড়ীমা আমারে ধরতে বল্লে তাই—

রাম। বুড়ী ধরতে বলেছে? বুড়ীর পুকুর, না মাছ? তুই জানিস্‌নে যে ও-মাছ আমার?

ভোলা। জানে না আবার? গাঁ শুদ্ধ সব্বাই জানে, আর ও স্থমুন্দি জানে না?

ভূতো। না দা-ঠাকুর! তোমার এই ছিচরণ ধরে বল্‌ছি, নাম শুনিচি। কিন্তু কোন্‌টে তোমার কেষ্‌তিক আর কোন্‌টে গণেশ তা জানি নে।—

রাম। তুই কেন ও পুকুরের মাছ ধর্‌লি? অন্য পুকুরে গেলি না কেন?

ভূতো। বুড়ীমা ওই পুকুরের মাছই ধরতে বল্‌লেন। (ট্যাঁক হইতে সিকি বাহির করিয়া) এই দেখ, বুড়ীমা আমারে একটা সিকি বকশিস দিলেন—

ভোলা। সিকি দিলে! দেখি সিকি—

ভূতোর হাত হইতে সিকি কাড়িয়া লইয়া ভোলার বেগে প্রস্থান

ভূতো। দা-ঠাকুর ভোলা আমার সিকি নিয়ে পালালো? এই ভোলা—ভোলা—

ছুটিয়া প্রস্থান

রাম। এই ভোলা ভূতোকে ধর্—ছাড়বি না—

ছুটিয়া প্রস্থান

দিগম্বরী। (সহসা উচ্চৈস্বরে) ওরে কি শত্তুর আমার! ও ছোঁড়া কবে মরবে রে! কবে হাড়ে বাতাস লাগবে! বাসি মুখে এখনও জল দিইনি ঠাকুর! যদি সত্যির হও—যেন তে-রাত্তির না পোয়ায়—তে-রাত্তির না পোয়ায়—

ঘরের ভিতর হইতে বেগে নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। মা—মা—মা—!

চেঁচামেচি শুনিয়া শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। কি? ব্যাপার কি?

দিগম্বরী। আমার ঘাট হয়েছে বাবা, কিন্তু কেমন করে জানব বল যে, পুকুর থেকে বামুন ভোজনের জন্যে একটা মাছ ধরালে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

শ্যাম। কি হয়েছে রে নেত্য?

নেত্য। (মাছটি দেখাইয়া) এটা ছোটবাবুর গণেশ।

শ্যাম। এটা রেমোর কার্ত্তিক-গণেশের একটা নাকি?

নেত্য। হ্যাঁ।

দিগম্বরী। এমন কাণ্ড হবে জানলে, বামুন খাওয়ানোর কথা মুখেও আনতাম না বাবা, ও নিজে কেনইবা হুকুম দিয়ে ধরালে, আর এখন

কেনইবা এমন ধারা করছে, তা জানিনে। আমাদের না হয় আর কোথাও পাঠিয়ে দাও বাবা। এখানে আর একদণ্ডও থাকতে ভরসা হয় না। (কাঁদিয়া) এমন করে কপালই যদি আমার না পুড়্‌বে ত' অমন ভাই-ই বা মরবে কেন? বাবা আমরা নিতান্ত নিরুপায়—তাই হাত জোড় করে বল্‌ছি—যেমন করে হোক্ আমাদের একটা উপায় করে দাও—

শ্যাম। উপায়! হ্যাঁ উপায় একটা কর্‌তেই হবে—উপায় একটা কর্‌তেই হবে।

বিরক্তভাবে শ্যামলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অন্য ঘরে দিগম্বরীর প্রস্থান

সুরধুনীর প্রবেশ

সুরধুনী। দিদি, গোবিন্দ পুকুরে গিয়ে ঝাঁপাই ঝুড়্‌ছে। কত ডাকাডাকি করলাম, কিছুতেই উঠলো না। বল্লে, গণেশটাকে দেখতে পাচ্ছিনা, বোধ হয় পাঁকের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে—

নারায়ণী। যা হয় করুক, আমি আর পারি না—

নেত্য। চল সুরো মাসী, আমি ভুলিয়ে গোবিন্দকে তুলে আন্‌ছি—

উভয়ের প্রস্থান

রামের প্রবেশ

রাম। বৌদি তাহলে তুমি এর বিহিত করবে না?

নারায়ণী। বিহিত আবার কি করব? আমিই ধরিয়েছি—

রাম। কি, তুমি হুকুম দিয়ে গণেশকে ধরিয়েছ?

নারায়ণী। বেশ করেছি! ধরিয়েছি।

রাম। কি বেশ করেছ?

নারায়ণী। মাছ কি তোর একলার?

রাম। হ্যাঁ। কার্ত্তিক-গণেশ আমারই তো। আমি তো খাইয়ে খাইয়ে ওদের অত বড় করেছি।

নারায়ণী। তোকেও ত' খাইয়ে আমি এত বড় করেছি। তোর কার্ত্তিক-গণেশের ওপর কি আমার এতটুকু অধিকার নেই রে? আমার দাদা-ম'শায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। পাঁচজন বামুন খাবে তাই—

রাম। কিন্তু আরো তো পুকুর ছিল, আরো তো মাছ ছিল ও দুটোর ওপরই বা ওর বাবার এত লোভ পড়ল কেন?

নারায়ণী। আমার মায়ের বাবা তুলিস্‌নে রাম—

রাম। বেশ করব, ওর বাপ তুল্‌বো। ও আমার গণেশকে ধরালে কেন? বলো ধরালে কেন?

নারায়ণী। মা ধরাননি, আমি ধরিয়েছি।

রাম। তুমি ধরিয়েছ, কথখ্‌নো নয়—এ ঐ ডাইনী বুড়ির কাজ। ও মরে আর জন্মে মেছো পেত্নী হবে—

সহসা ঝড়ের ন্যায় দিগম্বরীর প্রবেশ

দিগম্বরী। হারামজাদা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমাকে বলে কিনা মেছো পেত্নী হবে? তোর মা পেত্নী হয়ে আছে কিনা?

রাম। দেখ, দেখ বৌদি, আমার মাকে পেত্নী বল্‌ছে—

নারায়ণী। মা; আমার শাশুড়ী স্বর্গে গেছেন, তাঁকে ধরে টানাটানি করছ কেন মা?

দিগম্বরী। আহা! আর ও যে আমায় বল্লে, তা শুনতে পেলিনে তো?

নারায়ণী। জানইতো ওর কথাই ঐ রকম। তুমি যদি একটু চুপ করে থাক—

দিগম্বরী। কেন? তোর বাড়ীতে এসেছি বলে ঝাঁটা লাথি যা মারবে তাই সহ্য করতে হবে?

নারায়ণী। তোমাদের যা খুসি কর মা—আমি আর তোমাদের সঙ্গে পারি না।

বিরক্তভাবে প্রস্থান

দিগম্বরী। তা পারবি কেন? ও যে দেওর। আপনার জন। বলি, অপমান করানোর জন্যে এ বাড়ীতে আমাদের আনার দরকার কি ছিল? আমরা না হয় খেতে পেয়ে মরে যেতুম। তাই বলে, বাপ মা খেগো হাড় হাবাতে যখন তখন অপমান করবে?

রাম। খবরদার বল্‌ছি, বাপ মা খেগো বলোনা—

দিগম্বরী। বেশ করব বলবো। তুই আমার বাপ তুল্‌লি কেনরে ড্যাক্‌রা?

রাম। বেশ করেছি বাপ তুলেছি। তোর বাবা আমার মাছ খেলে কেন? বল্‌?

দিগম্বরী। ফের্‌ বাপ্‌ তুলছিস্‌?

রাম। হ্যাঁ, তুল্‌বোইতো। কেন তুই আমার 'গণেশকে ধরালি'—

নেপথ্যে নারায়ণী। রাম! রাম!

দিগম্বরী। কি? বাপ্‌ তুলবি—দাঁড়া দেখাচ্ছি—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিই।—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া চাইতো—

বারাণ্ডার নীচে একগাছা ঝাঁটা পড়িয়াছিল দিগম্বরীর তাহা লইয়া রামলালকে মারিতে উদ্যত হইলেন

রাম। তবে রে ডাইনী!

রামলাল দিগম্বরীকে লক্ষ্য করিয়া পেয়ারা ছুঁড়িল। এমন সময় নারায়ণী রামকে বাধা দিবার জন্য ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন। পেয়ারাটী দিগম্বরীর না লাগিয়া নারায়ণীর কপালে গিয়া লাগিল। নারায়ণী—উঃ! শব্দে কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। রামলাল ভয়ে ছুটিয়া পালাইল।

দিগম্বরী। ওরে কে কোথায় আছিস্‌—শীগ্‌গির আয়, রামা আমার নারাণীকে মেরে ফেলেছে রে—মেরে ফেলেছে—

শ্যামলাল, সুরধুনী ও নেত্যর ব্যস্তভাবে প্রবেশ

শ্যাম। কি হল? কি হল?

দিগম্বরী। তোমার ভাই আমার নারাণীকে মেরে ফেলেছে বাবা, মেরে ফেলেছে—

শ্যাম। যা তো নেত্য, চট্ করে জল আর ন্যাকড়া নিয়ে আয় তো। সুধু একখানা—পাখা-পাখা—

নেত্য ও সুরধুনী যথাক্রমে জল ও পাখা আনিল। নেত্য ক্ষতস্থানে জলপটী বাঁধিয়া দিল!

আজ তোমাকে দিব্যি দিচ্ছি—যদি তুমি ওকে ডেকে খেতে দাও, যদি কোনদিন তুমি ওর সঙ্গে কথা কও—কি ওর কথায় থাক, সেদিনই যেন তুমি আমার মাথা খাও—

নারায়ণী। চুপ্ কর গো চুপ্ কর! ওকি দিব্যি দিলে!

শ্যাম। আমার এতবড় দিব্যি যদি তুমি না মান, সেই দিনই তোমাকে যেন আমার মরা মুখ দেখতে হয়—

নারায়ণী। ওগো—মাগো।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অপরাহ্ন। ভজহরির দোকান। দোকানের সামনে জিনিষপত্র কিছুই সাজান-গোছান নাই। কেবলমাত্র দোকান ঘরের দরজাটি খোলা আছে। এ দোকানে মুদিখানা, মণিহারী সব রকম জিনিষই কিছু কিছু পাওয়া যায়। ভজহরি দোকানের সাম্‌নে একটি টুলে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। এমন সময় ভূতো প্রবেশ করিল

ভূতো। দু পয়সার বিড়ি দাওতো—

ভজহরি। দিই। (বিড়ি গুণিতে গুণিতে) কিরে ভূতো ওদিকের খবর কি ?

ভূতো। কার কথা জিজ্ঞেস্ কচ্ছ ?

ভজহরি। ঐ যে রে—শ্যামঠাকুরের বাড়ীর ?

ভূতো। ও। শোননি ? শ্যামঠাকুরের বৌ-টারে না মেরে, রামঠাকুর গাঁ ছেড়ে পেলিয়েছে—

ভজহরি। হ্যাঁ তাতো শুনেছি। আবার শুনছি নাকি বাড়ীর উঠোনে বেড়া পড়েছে ? রামঠাকুররে পেয়্থক্ করে দিয়েছে—

ভূতো। হ্যাঁ গো ! তাই তো দেখে এলাম। শোনলাম, শ্যামঠাকুরের বৌ, আমাদের মাঠান্—খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি কয়্ছে—

ভজহরির দোকানের সামনে দিয়া রাখহরি যাইতেছিল। ভজহরি তাহাকে ডাকিল—

ভজহরি। এই যে ! এস রাখ ভাই ! এস। বস, বস।

রাখহরি। না, আর এখন বসব না। একবার বাড়ীর দিকি যাই। বৌ-টা তো চোপর রাতদিন কাঁন্নাকাটি কর্‌ছে।

ভজহরি। আহা! তা আর কর্‌বে না? অত বড় সোমখ ছেলে! এই বয়সে কোথায় তুমি একটু বিছ্‌রেম করবে, তা নয়—আবার সব সংসারের ভারটাই তোমার ঘাড়ে এসে পড়্‌ল।

রাখহরি। অদেষ্ট! অদেষ্ট। নইলে অতবড় জোয়ান ছেলেটা ধড়্‌ফড়িয়ে যাবে কেন বল?

ভজহরি। আহা! বড়ই কষ্টের কথা। কি কর্‌বা কপালের দুঃখু যা নেখা আছে, সেত আর কেউ নেবে না, তাই তো সেদিন যদু মোড়লরে বল্লাম, শুধু শুধু ডাক্তারের দোষ দিলি কি হবে? অদেষ্ট,—অদেষ্ট। এই নে ভূতো তোর বিড়ি—এই নাও, রাখ ভাই—তামাক খাও—

ভূতোকে বিড়ি দিয়া হুঁকা হইতে রাখহরির হাতে কলিকাটি তুলিয়া দিল।

ভূতো। হ্যাঁগা, বলি ক'টা বিড়ি দিলে?

ভজহরি। কেন ছ'টা?

ভূতো। দুপয়সায় ছ'টা বিড়ি? এ্যাঁ!—

ভজহরি। হ্যাঁরে, দর চড়ে গিয়েছে। এখনও তবু পাওয়া যাচ্ছে—এরপর পয়সা দিয়েও পাবিনে। যা দিয়েছি, নিয়ে যা—

ভূতোর প্রস্থান

রাখহরি। (কলিকাটি রাখিয়া) শুনেছ ভজভাই, শ্যামঠাকুর নাকি তার ভাইকে আলাদা করে দিয়েছে। আহা ছেলেমানুষ! কথাডা শুনে বড়ই কষ্ট হোল—

ভজহরি। ছেলেমানুষ বলে আর কত সয় বলো? একেবারে তেতো হয়ে গিয়েলো—বুঝ্‌লে, নইলে শ্যামঠাকুর নোক খারাপ নয়—

রাখহরি। তা হোক্‌। কিন্তু এ কাজটা ভাল হয়নি। ছেলেমানুষ, আহা! কিন্তু রামঠাকুরের প্রাণটা ভাল গো—প্রাণটা ভাল—গরীব দুঃখীর ওপর ভারী দয়া—

একটা বোতল হাতে লইয়া ক্যাব্‌লার প্রবেশ

ক্যাব্‌লা। দু পয়সার তেল দাও ত?

ভজহরি। দু পয়সার কেরাসিন তেল! সেদিন আর নেই রে ক্যাব্‌লা—সেদিন আর নেই।

ক্যাব্‌লা। সে কি গো! দুদিন আগেও ত নিয়ে গেলাম।

ভজহরি। তেল কি আর পাওয়া যাচ্ছে? এখন এক পাইন্ট্‌—দশ আনা।

ক্যাব্‌লা। তা যাহোক্‌ এখন দু'চার পয়সার দাও ত? অন্ধকারে ত আর পূজোর জায়গা সাজান-গোছান যাবে না। তেল ত চাই। আজ বাদেই কালই যে রক্ষেকালী পূজো—

ভজহরি। তোদের পূজো হবে?

ক্যাব্‌লা। হবে না? নিশ্চয়ই হবে।

ভজহরি। তা তোদের দা-ঠাকুর ত দেশছাড়া—

ক্যাব্‌লা। দা-ঠাকুর ঠিক এসে যাবে।

ভজহরি। (শ্লেষ হাসিয়া) এসে যাবে কি? ওদিকে যে শ্যামঠাকুর তারে ভেন্ন করে দিয়েছে। এসে থাবে কি?

ক্যাব্‌লা। দিয়েছে—দিয়েছে—তাতে তোমাদের কি? তেল দেবে কিনা বল?

ভজহরি। না না, ও দু' পয়সার তেল হবে না—

ক্যাব্‌লা। বেশ, তবে এক পাইণ্টই দাও—এই নাও, তোমার দশ আনা।

ট্যাঁক হইতে পয়সা বাহির করিতে উদ্যত হইল

ভজহরি। শুধু শুধু তেল পুইড়ে আর কাগজের ছিক্‌লি-নিশানা তৈরী করতে হবে না? শুন্‌লি ত তোদের দা-ঠাকুর নেই—নমো নমো করে পুজো সারগে যা ক্যাব্‌লা—নমো নমো করে পুজো সারগে যা—

ক্যাব্‌লা। তোমরা ত তাই চাও কিনা? গেরাম-ঘরে একটা ভাল কাজ হচ্ছে দেখে, তোমাদের একেবারে বুক পুড়ে যাচ্ছে।—দা-ঠাকুর নেই শুনে, ভারী ফূর্ত্তি হয়েছে সব, কেমন? তেল না হয় তুমি না বিক্রি কর্‌বা—গাঁয়ে কি আর দোকান নেই? চল্লাম।

বোতল লইয়া প্রস্থান

অপরদিক দিয়া নীলমণি ডাক্তারের ব্যস্তভাবে প্রবেশ।
তাঁহার হাতে ব্যাগ, বগলে ছাতা।

ভজহরি। (দোকান হইতে বাহির হইয়া) এই যে ডাক্তারবাবু, পেন্নাম।

নীলমণি। কিরে ভজ, খবর সব ভাল ত?

ভজহরি। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আপনার আশীর্ব্বাদে—

নীলমণি। তারপরে ওদিকে সব শুনেছিস্ ত?

ভজহরি। রামঠাকুরের কথা বল্‌ছেন তো?

নীলমণি। (হাসিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, কেমন? বলেছিলাম কিনা? এমন যে হবে এ জানাই ছিল। (সহসা রাখহরিকে দেখিয়া) ওখানে বসে কে? রাখ না?

ভজহরি। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

নীলমণি। কিরে রাখ? তোদের দাঠাকুর যে গ্রামছাড়া—!

রাখহরি। সে ত ভালকথা ডাক্তারবাবু! ঘরে-দোরে আগুন দেবার ভাবনা থেকে আপনি নিশ্চিন্দি হলেন!

নীলমণি। দেখছিস্ ত ভজ? দেখছিস্ ত? সেদিন অত বড় ছেলেটা

ম'ল—তবু এখনো তেজ যায়নি ! বিষ দাঁত ঠিক আছে। ঠেস্ দিয়ে আবার বলে কিনা আপনি নিশ্চিন্দি হলেন ! ছোটলোক কোথাকার—

রাখহরি। ডাক্তারবাবু! মড়ার উপরি আর খাঁড়ার ঘা দিও না। বুকির মধ্যি জলুনি এখনো যায়নি। আমার তালের চারার মত ছেলেটা যে কেন ম'ল—সে আর গাঁয়ের লোকের জান্‌তি বাকী নেই ? তা নিয়ে আর কথা বাইড়ো না।—যেখানে যাচ্ছে যাও—

নীলমণি। কি যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ! মুখে লাগাম দিয়ে কথা কইবি—

রাখহরি। নাগামই দিয়েলাম। কিন্তু কি কর্‌ব, গাড়োয়ানের মারের চোটে নাগাম খুল্‌তে হ'ল। তোমারে শুধু একটা কথা বলে যাই নীলমণি ডাক্তার, আমার একটা ছেলে তোমার জন্তি মরেছে, যদি সব ক'টা যায়—তবু তোমারে আর ডাকৃব না। শ্যামঠাকুর যাই ভালমানুষ নোক—তাই আবার তোমারে ডেকেছে। আর সেই জন্তিই তোমার বুকের ছাতি দশহাত হয়েছে—তা জানি। কিন্তু দা-ঠাকুর আর যাই হোক্ গরীবের মা-বাপ, সে দেবতা ! তোমার মত চামার নয় ! তুমি ডাক্তারি কর না—নোকের মুখে নাগাম দিয়ে তুমি কর গাড়োয়ানী। তুমি গাড়োয়ান—তুমি গাড়োয়ান—

বেগে প্রস্থান

নীলমণি। কি আমি গাড়োয়ান ! ছোটলোকের এতবড় আস্পর্দ্ধা ! আমি ওর নামে নালিশ করব। আমি ওকে জেলে পাঠাব—তুই সাক্ষী—ভজ, তুই আমার সাক্ষী—*

বেগে প্রস্থান

* সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়কালীন এইদৃশ্যটি পরিত্যক্ত হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামলালের বাড়ী। তিনদিনের পরের ঘটনা। বাড়ীর মাঝে ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়ীটিকে দুইভাগ করা হইয়াছে। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। সুরধুনী তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাইয়া শঙ্খধ্বনি করিল ও পরে তুলসী-মঞ্চে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে রামলাল চুপি চুপি আসিয়া পথের ধারে বেড়ার পাশ দিয়া উঁকি দিল। বেড়ার অপর পার্শ্বের লোকটাকে চিনিতে না পারিয়া সুরধুনী কহিল—

সুরধুনী। কে?

রাম। আমি রে আমি।

সুরধুনী। কে? রামদা?

রাম। হ্যাঁ—কিন্তু এ সব ব্যাপার কি?

সুরধুনী। তুমি পরশু চলে যাওয়ার পর, পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে জামাইবাবু তোমাকে আলাদা করে দিয়েছেন। ঐ দিকটা তোমার—

অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘর দেখাইয়া দিল

রাম। বেশ। কিন্তু বৌদি কোথায়?

সুরধুনী। দিদি ও ঘরে শুয়ে। তুমি যেন ওদিকে যেওনা। জামাইবাবু আছেন। জামাইবাবু বলেছেন, এদিকে এলে তোমার পা ভেঙ্গে দেবেন। তুমি চুপি চুপি তোমার ঘরে চলে যাও—আর দেরী কর না।

রাম। তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু কি অন্যায় বল্ দেখি? শুধু শুধু আলাদা করে দিলে? এখন কি খাই, কি করি বল্ দেখি?

সুরধুনী। কেন? তুমি রেঁধে খেতে পারবে না?

রাম। দূর্—দূর্—ওসব আমার দ্বারা হবে না। মরুক্ গে—না হয় নাই

খাব। কিন্তু আলাদা করে দেবার আগে, আমায় একবার বলা উচিত ছিল তো? আচ্ছা, আলাদা করে দেওয়ায় বৌদি মত দিলে?

সুরধুনী। দিদি হাঁ-না কিছুই বল্‌লেন না।

রাম। (হাসিয়া) আমি জানি কিনা, বৌদি আলাদা করে দিতে পারে কখনও—

সুরধুনী। কিন্তু কেন তুমি শুধু শুধু আমার মার সঙ্গে ঝগড়া করলে বল দিকি?

রাম। তোর মা যখন তখন আমায় গালাগাল মন্দ করে কেন?

সুরধুনী। মা বুড়ো হয়েছেন, তিনি একটু খিট্‌খিটে, কিন্তু তুমি তো তাঁর কথা কানে না তুল্‌লেই পার।

রাম। মনে ত করি, কিন্তু তোর মা যে কানের মধ্যে কথাগুলো একেবারে গুঁজে দেয়। সেদিন যদি তোর মা আমার গণেশকে না ধরাতো— তা হলে তো আমি কিছুই বল্‌তুম না।

সুরধুনী। মা না হয় ভুল করে মাছটাকে ধরিয়েছিলেন। তুমিও তো মার বাপ তুল্লে—

রাম। তোর মা ইচ্ছে করে আমার গণেশকে ধরিয়েছে—

সুরধুনী। মা না হয় অন্যায় করেছেন স্বীকার করলাম; কিন্তু তোমারও তো বাপ তোলা উচিত হয় নি।

রাম। দেখ্ সুরো, তোকে আমার ভাল লাগে কিন্তু তোর মার জন্যে মাঝে মাঝে তোর ওপরও রাগ হয়। আচ্ছা, তুই, বৌদি, তোদের দু'বোনের এত দয়া মায়া আর তোর মা-টা অমনধারা কেন বল দিকিনি? আমি সত্যি বল্‌ছি সুরো—দেখে নিস্—ও মরে নিশ্চয়ই পেত্নী হবে।

সুরধুনী। ছিঃ রামদা! ও কথা কি বল্‌তে আছে? হাজার হোক্ উনি তো আমার মা!

রাম। তা বটে! তোর আর বৌদির সামনে পেত্নী বলাটা ঠিক হয় না। তোদের যখন মা, তোদের তো কথাটা গায়ে লাগতেই পারে। দেখ, তোরা আসবার আগে, আমরা ভালই ছিলাম। ঝগড়া-ঝাঁটি অবশ্য ছিল বটে—কিন্তু এত ঘোরপ্যাচ্ ছিল না।

সুরধুনী। (লজ্জিত হইয়া) তা সত্যি। আমরা এসেই তোমাদের যত অশান্তি।

রাম। না না, তোর জন্যে নয়—তোর জন্যে নয়—তুই খুব ভাল মেয়ে। তোর মা-টা যদি না আসত তাহ'লে ভাল হ'ত। আচ্ছা তোর মাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেনা কেন?

সুরধুনী। কোথায় পাঠাব রামদা সে উপায় যে নেই!

রাম। কেন? বৌদি ছাড়া কি তোদের আর কেউ নেই?

সুরধুনী। না।

রাম। তবে আর কি হবে? যাই—আলাদাই থাকি গে, (দু' একপদ অগ্রসর হইয়া ফিরিল) আচ্ছা তুই একটু লুকিয়ে-টুকিয়ে গিয়ে আমায় দুটো দুটো রেঁধে দিয়ে আসতে পারিস্?

সুরধুনী। মা, দিদি, কি নেত্য, এরা যদি কেউ দেখে ফেলে?

রাম। তবে থাক্। তবে কাজ নেই।

সুরধুনী। তুমি একটু চেষ্টা করো, তাহলেই পারবে। আমি বরং, সুবিধে বুঝে নুনটা মস্লাটা দিয়ে আসব—

দিগম্বরীর প্রবেশ

দিগম্বরী। ওখানে কার সঙ্গে কথা কইছিস্ রে সুরো?—

সুরধুনী। (সুর বদলাইয়া) তুমি এদিকে কেন? তোমার ঐ দিক্‌টা—

দিগম্বরী। নারাণীর দেওর বুঝি?

সুরধুনী। হ্যাঁ মা।

দিগম্বরী। ও আবার এদিকে কেন? ওকে বলে দেনা তোর জামাইবাবু কি বলেছে—

সুরধুনী। জামাইবাবু বলেছে, তুমি এদিকে এলে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে। আর কি বলেছে মা?

দিগম্বরী। মাথার দিব্যির কথাটা বল না ন্যাকা মেয়ে—

সুরধুনী। জামাইবাবু দিদিকে দিব্যি দিয়েছেন, তোমাকে খেতেও দেবে না—আর তোমার সঙ্গে কথাও বল্‌বে না।

বেগে নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। আচ্ছা, হয়েছে—হয়েছে, তুই চুপ্‌ কর্‌—

রামলাল নারায়ণীকে দেখিয়া সাগ্রহে ডাকিল—

রাম। বৌদি! বৌদি!

নারায়ণী। হ্যাঁ। কিন্তু আর এদিকে নয়—ওদিকে—

নারায়ণী অঙ্গুলী নির্দ্দেশে রামলালের অংশ দেখাইয়া দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। রামলাল মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে নিজের অংশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামলালের গৃহের অংশ—ভোলা ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া

ভোলা। এ ক'দিন কোথায় গিয়েছিলে গো দাঠাকুর! তোমার ছিষ্টি সংসার এগ্‌লে বসে রয়েছি।

রাম। কে তোকে আগ্‌লাতে বলেছে? সব ফেলে দে—দূর করে দে—

বারাণ্ডায় বাসন-কোসন ফেলিয়া দিল

ভোলা। রাগ কর কেন দা-ঠাকুর—রাগ কর কেন? বাসন-কোসন কি অমন করে ফেলে দেয়? রাঁধ্‌বা বাড়বা কিসি?

রাম। সব দূর করে দে—আমি রাঁধতেও চাই না—খেতেও চাই না।

ভোলা। কেন? দিব্যি করে উনোন পেতে দিয়েছি, চাল ডাল ধুয়ে রেখে দিয়েছি? ভাতে ভাত চইড়ে দাও—

রাম। উনোন পেতে রেখেছিস্ তো আমার মাথা কিনে রেখেছিস্ আর কি? কেন? অমনি ছুটো চড়িয়ে দিতে পারিস্ নি?

ভোলা। আমি চইড়ি দিলি তাকি তুমি খেতে পার দাঠাকুর?

রাম। কেন খেতে পারব না, খুব পারব। তোর হাতের রান্নাই আমি খাব।

ভোলা। তা হয় না দাঠাকুর? মাথা খাও—কথা শোন, ভাত দুটো চইড়ে দাও। ফুটুলি পরে নেইমে নিও। তোমায় আস্‌তি দেখে উনুনে আগুন দিয়ে দিইছি, চাল ডাল সব ধুয়ে হাঁড়িতে জল দিয়ে রেখেছি। যাও কথা শোন, ঘরে গিয়ে চেপিয়ে দাওগে—

রামলাল ঘরের ভিতর গিয়া কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিল

রাম। বুঝ্‌লি ভোলা, তুই আমার চাকর। আজ থেকে তুই আর ও বাড়ী যাবিনে—

ভোলা। না দাঠাকুর। আমি তোমার কাছেই থাক্‌ব—

রাম। আর বুঝ্‌লি ভোলা—ও বাড়ীর কেউ যদি এদিকে আসে, তার পা ভেঙ্গে দিবি—

নেত্য শ্যামলালের ঘর হইতে বাহির হইল। তাহাকে দেখিয়া

নেত্য আসুক না একবার এদিকে—

নেত্য হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল

ভোলা। চাল কটা চেপিয়ে দিয়েছ তো দাঠাকুর?

রাম। হাঁ। আমি ওর দিব্যি মানিনে। ও! ভারীতো দিব্যি! ও কে? যে ও দিব্যি দেয়? কি বলিস্ ভোলা?

ভোলা। ঠিকই তো।

রাম। ও কি আমার আপনার দাদা! ও কেউ নয়—ওর কথা আমি মানিনে।—আমি কি বৌদিকে মেরেছি? আমি তো ডাইনীবুড়ীকে মারতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ বৌদির কপালে লেগে গেল! কিন্তু ওরা দিব্যি দিতে আসে কেন?

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল

শ্যামলালের গৃহের অংশ। ইতিমধ্যে নেত্য আসিয়া কাচা কাপড়গুলি উঠানে কোঁচাইতেছিল। রামলালের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিগম্বরী ঝড়ের ন্যায় প্রবেশ করিলেন

দিগম্বরী। শুনছিস্ তো নেত্য? শুনছিস্ তো? একে কি গায়ে পড়ে ঝগড়া করা বলেনা?

নেত্য। চুপ কর দিদিমা, চুপ কর। এই রাত্তির বেলায় আর এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করোনা।

দিগম্বরী। আহা! বাছার কি বুদ্ধি! বুঝ্লি নেত্য, একটা—পেতলের হাঁড়ীতে প্রায় এক কাঠা চাল গলায় গলায় তুলে দিয়ে, রান্না চড়িয়েছে। তাতে জল দিয়েছে—এক ফোঁটা! খাবে তো একজন, রান্না চড়িয়েছে—দশজনের। তাই বা সেদ্ধ হবে কি করে? ঐ হাঁড়িতে কি অত চাল ধরে? না ঐটুকু জলের কম্ম? ভাত রাঁধবো তো এমন জল দোব যে আর দেখতে হবে না? চোখ বুঁজে সেদ্ধ হবে। কৈ রাঁধুক দেখি আমার সঙ্গে?

ইতিমধ্যে সুরধুনী আসিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি দিতে ছিল

নেত্য। দিদিমার এক কথা! ও কি কোনদিন একঘটী জল গড়িয়ে খেয়েছে যে রাঁধবে?

ঘরের ভিতর হইতে নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। সুরো খাবি আয়—রাত হয়েছে।

সুরধুনী। ও দিদি দেখবে এস, রামদা মাগো! একেবারে কাঁচা ভাতগুলো নামিয়ে, থালায় ঢাল্‌লো।

নারায়ণী। ঢালুক। তুই আয়—

দিগম্বরী। জামাইয়ের খাওয়া হয়েছে?

নারায়ণী। হয়েছে। রাত অনেক হয়েছে মা, তুমিও একটু কিছু মুখে দাওগে—

দিগম্বরী। তুই আগে দুটো খেয়ে নে—

নারায়ণী। আমার ক্ষিদে নেই মা, খাব না।

দিগম্বরী। যা পারিস্ দুটো খেয়ে নে নারাণী। ও তাড়সে জ্বরের মত হয়েছে, ওতে খাওয়া চলে।

নারায়ণী। না মা, তোমরা খাওগে—

দিগম্বরী। ভাত না খাস্ দু'খানা রুটি করে দি না হয়?

নারায়ণী। না কিছু নয়, আয় সুরো—

সুরধুনীকে লইয়া নারায়ণীর প্রস্থান

দিগম্বরী। ও আবার কি কথা! ক'দিন থেকে উপোষ করে রয়েছিস্, আজ দুটো না খেলে হবে কেন?

নেত্য। তুমি মিথ্যে বকে মরছো দিদিমা। ঐখানে দাঁড়িয়ে সারারাত চেঁচালেও মাকে খাওয়াতে পারবে না।

কাপড় লইয়া নেত্যর প্রস্থান

দিগম্বরী। জানিনে বাপু। নাগলে টাগ্‌লে একটু জ্বরভাব হয়, তাই বলে কি মানুষ উপোষ করে থাকে? আমরা তো পারি না।

প্রস্থান

রামলালের গৃহের অংশ। রামলাল ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল

রাম। কি বলিস্ ভোলা, আমার কি ক্ষতি হল? এই তো দিব্যি রেঁধে বেড়ে রাখলুম, এখনই গিয়ে খাব। কিন্তু আমায় জব্দ করবে বলে, যারা আমায় আলাদা করে দিয়েছে—তারা যদি কেউ আমার দিকে আসে, তাহলে তাদের পা ভেঙ্গে দিবি—

ভোলা। সবই ত একরকম গোছগাছ্ হয়েছে দা-ঠাকুর কিন্তু আমাদের একটা শিল নোড়া চাই যে—

রাম। হাঁ, তাতো চাই। (উচ্চৈস্বরে)—আমার শিল নোড়া কৈ? আমি বাটনা বাট্‌বো কিসে?

শ্যামলালের গৃহের অংশ। নেত্যর সহিত নারায়ণীর প্রবেশ।
নেত্যর হাতে একটি লণ্ঠন

নারায়ণী। চেঁচামেচি কর্‌তে বারণ করে দে নেত্য, চাল, ডাল, বাসন-কোসন সংসারের যাবতীয় জিনিস গুছিয়ে দিয়েছি। শিল নোড়া দুটো না থাকায় দিতে পারিনি। শিল নোড়া কাল কিনে পাঠিয়ে দেবো।

নেত্য। (বেড়ার নিকট আসিয়া) মা বল্‌ছেন, শিল নোড়া কাল কিনে পাঠিয়ে দেবেন।

রামলালের গৃহের অংশ

রাম। ভোলা বলে দে—আমি কেনা শিল-নোড়া নেব না।—কাল দেবে? আজ আমি বাট্‌না বাট্‌বো কিসে? ঐ ডাইনীবুড়ীর কথায় যারা আমায় আলাদা করে দিয়েছে—তাদের দেওয়া জিনিষ আমি নিইনে—

শ্যামলালের গৃহের অংশ। ঝড়ের ন্যায় দিগম্বরীর প্রবেশ

দিগম্বরী। শুন্‌লি ত নারাণী, শুন্‌লি? একি পায়ে পা তুলে ঝগ্‌ড়া করা নয়?

নারায়ণী। (কাঁদিয়া) আর শুন্‌তে পাচ্ছিনে মা—আর শুন্‌তে পাচ্ছিনে। ও আজ তিনদিন পরে বাড়ী এসেছে—ওর যা খুশী করুক্—তোমরা দোর বন্ধ করে দিয়ে ঘরে এস।

নারায়ণী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দিগম্বরীও চলিয়া গেলেন। নেত্য লণ্ঠনটি কমাইয়া দিয়া শ্যামলালের বারাণ্ডায় শয়ন করিল

রামলালের গৃহের অংশ

রাম। বুঝলি ভোলা, একটা বেড়াল মারতে গিয়ে এই রকম একটা পেয়ারা ছুঁড়ে ছিলাম। (পেয়ারা দেখাইয়া) ফস্কে গিয়ে বৌদির কপালে লাগ্‌লো—আমি তো আর ইচ্ছে করে মারিনি? আচ্ছা, ভোলা পেয়ারাটা তোর কপালে ঠুকে দি—দেখ্‌ তো কি রকম হয়—

ভোলা। সেকি! দা-ঠাকুর নাগবে যে!

রাম। আচ্ছা থাক। আমি নিজেই দেখছি। (পেয়ারাটি বার বার নিজের কপালে ঠুকিতে লাগিল) দেখ ভোলা, তুই একবার বৌদির কাছে যেতে পারিস্?

ভোলা। তেনারা হয়তো এতক্ষণ সব শুয়ে পড়েছে দা-ঠাকুর!

রাম। আচ্ছা, তাহ'লে না হয় কাল সকালে যাস্। গিয়ে বৌদিকে বল্‌বি, দা-ঠাকুর আর এখানে থাকবে না। তাকে যদি দুটো টাকা দাও তো সে চলে যাবে।

ভোলা। সেকি! কোথায় যাবে দা-ঠাকুর?

রাম। তারকেশ্বরে। মামার বাড়ীতে। আমার এখান থেকেই চলে যাওয়াই ভাল রে ভোলা, চলে যাওয়াই ভাল—

ভোলা। তুমি কি সেখানে একা চলে যেতে পারবা দা-ঠাকুর?

রাম। পারবো, খুব পারবো। তুই কাল বৌদির কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে এনে দিতে পারবি তো?

ভোলা। তা মাঠানের কাছে চাইলি হয়তো টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু তুমি শুধু শুধু চলে যাবা—আমি কেবল তাই ভাবছি—

রাম। না—আমার চলে যাওয়াই ভাল। খেয়ে-দেয়ে কাপড়-চোপড়টা গুছিয়ে রাখিগে—তুই সকালবেলা বৌদির কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে এনে দিবি—বুঝলি?

ভোলা। আচ্ছা দা-ঠাকুর তুমি যাও। শোওগে—আমিও ততক্ষণ এই থানটায় একটু গা গড়িয়ে নিই।

রামলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভোলা বারাণ্ডায় গামছা বিছাইয়া শয়ন করিল। ধীরে ধীরে রজনী গভীর হইতে লাগিল

শ্যামলালের গৃহের অংশ। সুরধুনী চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া দেখিল, নেত্য ঘুমাইতেছে। সে ধীরে ধীরে বেড়ার ধারে গিয়া ডাকিল—

সুরধুনী। ভোলা—ও ভোলা—

ভোলা। (ধড়মড়্ করিয়া উঠিয়া) কেডা গো?

সুরধুনী। চেঁচাস্‌নে—চুপ কর্—আমি।

ভোলা। ও! তাই বল? সুরো দিদি?

সুরধুনী। রাম-দা কোথায়?

ভোলা। দা-ঠাকুর ঘুমুতে গেছে।

সুরধুনী। (কোঁচড়ের ভিতর হইতে কয়েকটি আম ও লিচু বাহির করিয়া) দেখ্—বাগান থেকে আম আর লিচু এসেছিল, তারই গোটাকতক এনেছি—রেখে দে, কালকে রামদাকে দিস্।

ভোলা বেড়ার অপর পারে হাত বাড়াইয়া সুরধুনীর নিকট হইতে আম ও লিচু লইল

ভোলা। তা তুমি দিতে এয়েছ নিচ্ছি। কিন্তু কাল আর দা-ঠাকুর এখানে থাকবে না।

সুরধুনী। সে কি! কোথায় যাবে?

ভোলা। বাবার থানে। তেনার মামার বাড়ীতি—

সুরধুনী। রামদা বল্লে, চলে যাবে—!

ভোলা। হ্যাঁ। কত মানা কর্‌লাম—তা বল্লে, আমার এখানে না থাকাই ভাল।

ঘরের দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে নারায়ণীর প্রবেশ

নারায়ণী। নেত্য—ও নেত্য!

ঘুম হইতে নেত্য ধরমড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল। নেত্যকে ডাকিতে দেখিয়া সুরধুনী উঠানের মাঝে ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

নেত্য। কে মা? এত রেতে যে? তুমি কি ঘুমুওনি?

নারায়ণী। না মা। রাম যে আজ তিনদিন বাড়ীছাড়া, আমি কি ঘুমুতে পারি রে!

কাঁদিয়া ফেলিলেন

নেত্য। তা কি আর বুঝিনে মা? আজ তিনদিন কুটোটা পর্য্যন্ত মুখে কাটনি!

নারায়ণী। রাম কি শুয়েছে?

নেত্য। ছোটবাবুর তো অনেকক্ষণ সাড়া পাইনি মা।

নারায়ণী। দেখে আয়না মা, সে ঘরে আছে কিনা। আমি ততক্ষণ এখানে একটু বসি।

নেত্য লণ্ঠনটী বাড়াইয়া লইয়া দু'এক পা অগ্রসর হইয়াই ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল

নেত্য। কে গো! (পরে সুরধুনীকে দেখিয়া) একি! সুরোমাসী! এত রেতে এখানে দাঁড়িয়ে যে!

সুরধুনী। তোর পায়ে পড়ি নেত্য, কাউকে বলিস্‌নে।

নেত্য। সে কি! রাত দুপুরে উঠোনের মাঝে একা দাঁড়িয়ে!

নারায়ণী। কার সঙ্গে কথা কইছিস্ নেত্য?

নেত্য। সুরোমাসির সঙ্গে—

নারায়ণী। সে কি! সুরো! এখানে এত রাত্রে—!

সুরধুনী ছুটিয়া আসিয়া নারায়ণীর পায়ের কাছে বসিল

সুরধুনী। মাকে বলোনা দিদি। তোমার দুটী পায়ে পড়ি।

নেত্য চলিয়া গেল

নারায়ণী। আমি জানিরে মুখপুড়ী—আমি জানি। মার জন্যে শুধু উঠোনের মাঝে বেড়া পড়েনি, আমাদের মনের মাঝেও বেড়া দিচ্ছে!

সুরধুনী। রামদা কাল চলে যাবে দিদি—

নারায়ণী। সে কি? রাম চলে যাবে! কোথায়?

সুরধুনী। তারকেশ্বরে। তার মামার বাড়ী—

নারায়ণী। নেত্য, নেত্য ওখানে কি ভোলা আছে?

রামলালের গৃহের অংশ

নেত্য। হ্যাঁ মা, ভোলা ওখানে ঘুমুচ্ছে।

শ্যামলালের গৃহের অংশ

নারায়ণী। ওকে ডাক্‌তো নেত্য?

রামলালের গৃহের অংশ

নেত্য। ভোলা—ও ভোলা—ভোলা কি ঘুমুলি ?

ভোলা। কেডা গো !

উঠিয়া বসিল

নেত্য। আমি নেত্য, মা-ঠাকরুণ তোকে ডাকছে—

ভোলা। মা-ঠান ! তা এত রেতে যে ?

রামলাল ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল

রাম। কার সঙ্গে কথা কইছিস্ রে ভোলা ?

ভোলা। নেত্য।

রাম। ভোলা বলে দে—আমার এদিকে যেন ওরা না আসে—

শ্যামলালের গৃহের অংশ

নারায়ণী। বেশ, তোর ওদিকে কেউ যাবেনা ! কিন্তু তুই কোথায় যাবি ?

রামলালের গৃহের অংশ

রাম। তারকেশ্বরে—

শ্যামলালের গৃহের অংশ

নারায়ণী। ভোলা ভাঙ্—বেড়া ভাঙ্—আমি ওদিকে যাব—

রামলালের গৃহের অংশ

রাম। তুমি আসবে বৌদি ?

শ্যামলালের গৃহের অংশ

নারায়ণী। হ্যাঁ রে হ্যাঁ—নইলে তুই যে চলে যাবি—

রামলালের গৃহের অংশ

রাম। আমি জানি গো বৌদি, আমি জানি ? তুমি কি আমাকে

আলাদা করে দিতে পার? কথ্খনো পার না—এ বেড়া ত তুমি দাওনি বৌদি—এ বেড়া দিয়েছে আমার দাদা—এ বেড়া আমি ভাঙ্‌তে পারবো বৌদি—এ বেড়া আমি ভাঙ্‌তে পারবো—

রামলাল বেড়া ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া গিয়া নারায়ণীর বুকের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িল

নারায়ণী। ওরে তোদের সংসারে তের বছর বয়সে এসে, তোকে যে এতটুকু থেকে এত বড় করে তুলেছি, সেকি দূরে ঠেলে দেবার জন্মে রে—সেকি দূরে ঠেলে দেবার জন্মে!

* * * *

দিগম্বরী ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া চোখ কপালে তুলিয়া

দিগম্বরী। তাই ত বলি, এত গণ্ডগোল কিসের! জামাই যে এতবড় দিব্যিটা দিলে, সেটা ভেসে গেল বুঝি?

নারায়ণী। ভেসে যাবে কেন মা? তাঁর কথা ত আমি অমান্য করিনি। তিনদিন খাইনি—খেতেও দিইনি।

দিগম্বরী। এই বুঝি অমান্য করিস্‌নি? যে দিব্যি দিয়েছে, তার হুকুমটাও বুঝি একবার নিতে হবে না?

নারায়ণী। আমার হুকুম নেওয়া হয়েছে মা?

দিগম্বরী। আমি কচি খুকি নই নারাণী, হুকুম নিলি, আর আমি জান্‌তে পারলাম না—

নারায়ণী। তুমি কি করে জানবে মা, কার কাছে কখন হুকুম নিয়েছি। মা! যার মুখ আছে, সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু—যাকে বুকে করে এতটুকু থেকে এতবড় করতে হয়, সেই জানে হুকুম কোথা দিয়ে কেমন করে আসে!

---

* সাধারণ রঙ্গালয়ে তারকা চিহ্নিত অংশ পর্য্যন্ত অভিনীত হয়।

দিগম্বরী। বেশ। তবে দেওরকে নিয়েই সংসার কর্। এ বাড়ীতে আর আমি থাকতে পারব না—তা আজ তোকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

নারায়ণী। আমিও এই কথাটাই তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না মা, সত্যিই তোমার আর এখানে থাকা হবে না। ও মানুষ হোক্ আর অমানুষ হোক্—শাস্তি আমি কাউকে দিতে দেব না—ও আমার চোখে চোখে থাক্। আজ তুমি থাক, কিন্তু কাল চলে যেও। তোমার খচর পত্র আমি মাসে মাসে পাঠিয়ে দেব—

রাম। না না না। সেকি কথা বৌদি! ওঁরা কুটুমের মেয়ে! ওঁরা চলে যাবেন কি! না না ওঁরা থাকুন—তুমি দেখো বৌদি—আমি আর কথাটী কইব না—আমার সুমতি হয়েছে—ওঁরা থাকুন—আমরা এক সঙ্গেই থাকব—আমরা এক সঙ্গেই থাক্‌ব—

নেত্য। (হাসিয়া) তা ত' থাকবেই—সুরোমাসি তোমায় লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ায়—

সুর। না দিদি, নেত্যর সব মিথ্যে কথা—

রাম। না না বৌদি, নেত্য ঠিক বলেছে—ঠিক বলেছে—হ্যাঁ, ও আমায় খাওয়ায়—

নারায়ণী। (হাসিয়া) আমি জানিরে—আমি জানি। (দিগম্বরীর প্রতি) কি মা, যদি জামাই পছন্দ হয়তো বল তাহলে—

দিগম্বরী। কি যে বলিস্ নারাণী, তার ঠিক নেই—এমন ছেলে আর পছন্দ হবে না—আমার চিরদিনই পছন্দ—আমার যেমন শ্যামলাল, তেমন রামলাল—

নারায়ণীর ইঙ্গিতে রামলাল প্রথমে দিগম্বরী ও পরে নারায়ণীর পায়ের ধুলা লইল

গোলমাল শুনিয়া শ্যামলালও ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন

শ্যামলাল। কি আবার খাল কেটে কুমীর আনলে—?

নারায়ণী। না গো না—আমি সাগর সেঁচে মাণিক এনেছি!

যবনিকা



প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারিগণ

কাহিনী	...	অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নাট্যরূপ	...	শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
প্রযোজক	...	„ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পরিচালক	...	„ সতু সেন
নাট্যনিয়ন্ত্রক	...	„ সন্তোষ সিংহ
সুরশিল্পী	...	„ তারা ভট্টাচার্য্য
মঞ্চশিল্পী	...	„ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক	...	„ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও „ মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক	...	„ বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়
প্রচার সচিব	...	„ ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য
হারমোনিয়ম ও সঙ্গীত শিক্ষক		„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
ক্ল্যারিওনেট	...	„ তিনকড়ি দাস
চেলো	...	„ ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
তবলা	...	„ পূর্ণ দাস
বেহালা	...	„ কালীপদ সরকার
পিয়ানো	...	„ সুধীর দাস
ট্র্যাম্পেট	...	„ অভয় দাস
করতাল	...	„ কানাই দাস
আলোক নিয়ন্ত্রক	...	„ খগেন্দ্র দে, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, মন্মথ ঘোষ, „ শৈলেন শুঁই, ক্ষুদিরাম দাস
রূপ সজ্জাকর	...	„ নৃপেন রায়, নিরঞ্জন ঘোষ, সুবোধ মুখোঃ, „ কালী দাস, সত্যেন সর্ব্বাধিকারী
দ্রব্য নিয়ন্ত্রক	...	„ কেশব ঘোষ
মঞ্চ সজ্জাকর	...	„ কালী সোম, ভুবন দাস, ভূষণ সামন্ত, „ গৌরী কুর্ম্মী, অমূল্য দাস, কানাই দাস, „ বাদল, গোপাল দাস

পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ

শ্যামলাল	...	শ্রীজহর গাঙ্গুলী
রামলাল	...	শ্রীমান্ বুদ্ধদেব মিশ্র
ডাঃ নীলমণি হালদার	...	শ্রীসন্তোষ সিংহ
গোবিন্দ	..	শ্রীমান্ সনৎ মুখোপাধ্যায়
ভোলা	...	শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তী
রাধহরি	...	শ্রীসন্তোষ দাস
ভূতো	...	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস
যদু মোড়ল	...	শ্রীআশু বোস
ভজহরি	...	শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায়
হরিহর	...	শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়
কালু সাঁতরা	...	শ্রীকমল দত্ত
পরাণের ছেলে	...	শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার
ক্যাব্লা	...	শ্রীলক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়
সুবল	...	শ্রীতুলসী পাল
অনৈক রোগী	...	শ্রীসত্যেন সর্ব্বাধিকারী
বৈরাগী ও কৃষক	...	শ্রীবিশ্বনাথ সোম

স্ত্রী

নারায়ণী	...	শ্রীমতী সুহাসিনী
দিগম্বরী	...	শ্রীমতী বেলারাণী
সুরধুনী	...	শ্রীমতী রমা ব্যানার্জ্জী
নেত্যকালী	...	শ্রীমতী রাধারাণী